প্রকাশনার ৮২ বছর

সাপ্তাহিক

# প্রতিবেশী

সংখ্যা : ৩৪ ◆ ১৮ - ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

## বরিশাল ডায়োসিসে বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

বরিশাল ডায়োসিসের দ্বিতীয় ধর্মপাল
পরম শ্রদ্ধেয় ইম্মানুয়েল কে, রোজারিও

প্রকাশনার গৌরবময় ৮২ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

*"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"। (মার্ক -১৬:১৫)*

স্নেহের বোনেরা,

পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি রইল খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় তোমাদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো? তোমরা কি পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘের সদস্যা হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও? পবিত্র ক্রুশ ভগিনীগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মঙ্গলবাণী প্রচার ও বিভিন্ন সেবাকাজের মধ্যদিয়ে সবার কাছে মঙ্গলবাণীর সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পবিত্র ক্রুশ ভগিনী সংঘ প্রতি বছরের মতো এই বছরও "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন। আগামী ২১-২৫ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকার সাভারে ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ দীপাণ্বিতায় অনুষ্ঠিত হবে। স্নেহের বোনেরা তোমরা যারা এসএসসি, এইচএসসি কিংবা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছ এবং ব্রতীয় জীবনে যোগদান করতে ইচ্ছুক সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

যোগাযোগের ঠিকানা

| | | | |
|---|---|---|---|
| সিস্টার মারীয়া লতিকা পালমা সিএসসি<br>আহ্বান সমন্বয়কারী<br>তেজগাঁও, ঢাকা- ১২১৫<br>মোবাইল- ০১৮৩১৫৯২১১৯ | সিস্টার শালোমী নানোয়ার<br>০১৭৩২২২৫২৮১<br>সিলেট | সিস্টার স্বপ্না গমেজ<br>০১৭২০১২৯৩৯১<br>চট্টগ্রাম | সিস্টার মালা কুবি<br>০১৭৫১৪৮২৬৫<br>ময়মনসিংহ |

বিজ্ঞ/২৬৪/২২



# ফাতেমা রাণীর তীর্থে নিমন্ত্রণ

সম্মানিত সুধী,

সকলের প্রতি রইল বারমারী ফাতেমা রাণীর তীর্থস্থান থেকে খ্রিস্টীয় প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা। অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আসছে ২৭-২৮ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বারমারী ধর্মপল্লীতে ফাতেমা রাণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব জাঁকজমক সহকারে উদ্‌যাপন করা হবে। এবছরের মূলসুর: "মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কর্মে ফাতেমা রাণী মা মারীয়া"।

আপনারা যারা পর্বকর্তা হতে চান, মিশার উদ্দেশ্য দিতে চান অথবা তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য অনুদান পাঠাতে চান তারা দয়া করে নিম্নে দেওয়া মোবাইল নাম্বারগুলিতে যোগাযোগ করতে পারেন। এই নাম্বারগুলি বিকাশ নাম্বার হিসাবেও ব্যবহৃত, আপনারা এই নাম্বারগুলিতেও আপনাদের অনুদান পাঠাতে পারেন। পর্বকর্তা সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, মিশার উদ্দেশ্য সর্বনিম্ন ১৫০ টাকা।

মা মারীয়ার আশীর্বাদ লাভে আপনি/আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত।

অনুষ্ঠানসূচী

**অক্টোবর ২৭, ২০২২**

পাপস্বীকার: ৩টায়
পবিত্র খ্রিস্টযাগ: ৫টা
জপমালার আলোর শোভাযাত্রা: ৮টায়
সাক্রামেন্তের আরাধনা ও নিরাময় অনুষ্ঠান: ১১টায়
নিশি জাগরণ: ১২:৩০ মিনিটে

খ্রিস্টেতে,

ফাদার তরুণ বনোয়ারী (সমন্বয়কারী)
বারমারী ফাতেমা রাণী তীর্থ কার্যকারী কমিটি
মোবাইল : ০১৯১৬-৪২৪৪৩৮ বিকাশ (ব্যক্তিগত);
ফাদার নরবার্ট গমেজ : ০১৬১৮-৩৪৩৬২৭ বিকাশ (ব্যক্তিগত)

বিজ্ঞ/২৬৩/২২

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৩৪
১৮ - ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৩ - ৯ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

**সম্পাদক**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**সম্পাদকীয় বোর্ড**
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

**সহযোগিতায়**
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

**প্রচ্ছদ পরিকল্পনা**
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

**প্রচ্ছদ ছবি**
ইন্টারনেট

**সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন**
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

**বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স**
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

**মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং**
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

**চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক**
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
**E-mail :**
wklypratibeshi@gmail.com
**Visit:** www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## সম্পাদকীয়

# বরিশাল ডায়োসিসে বহু প্রতীক্ষিত বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

১৯ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দে যথাযথ মর্যাদায় সুন্দরভাবেই বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান সম্পন্ন হলো বরিশালের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে। ঝড়-বৃষ্টি, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ভয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট কোন প্রতিকূলতাই বরিশালের বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আনন্দকে ম্লান করতে পারেনি। কেননা এ অনুষ্ঠানকে ঘিরে বরিশালের যাজক, ধর্মব্রতী-ব্রতিনী ও খ্রিস্টবিশ্বাসীদের ছিল দীর্ঘ সময়ের প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি। আকাঙ্খিত এ প্রত্যাশা পূরণের জন্য ঈশ্বর মনোনীত করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের সন্তান ফাদার ইম্মানুয়েন কানন রোজারিওকে। বাংলাদেশের কনিষ্ঠ ধর্মপ্রদেশ বরিশালের দ্বিতীয় ধর্মপাল হিসেবে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও অভিষিক্ত ও অধিষ্ঠিত হন ১৯ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দে।

আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ের ১৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করলে চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিস পালক শূন্য হয়ে পড়ে। সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের বিশপ সুব্রত লরেন্সকে চট্টগ্রামের আর্চবিশপ ঘোষণা দেন এবং ২২ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বিশপ লরেন্স সুব্রত চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডাইয়োসিসের আর্চবিশ হিসেবে অধিষ্ঠিত হলে বরিশাল ডায়োসিস বিশপ শূন্য হয়ে পড়ে।

২৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল আনুষ্ঠানিকভাবে ডায়োসিস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে নতুন ডায়োসিসের প্রথম ধর্মপাল হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বরিশালের স্থানীয় সন্তান বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। ধীরে ধীরে তিনি বরিশাল ডায়োসিসকে গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন। ছয় বছর অধিক সময়কালে তিনি বরিশাল ডায়োসিসের অবকাঠামো শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। আরো অনেক কিছু করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। কিন্তু ঈশ্বর তাকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডায়েসিসের দায়িত্বে নিয়ে গেলে বরিশাল বিশপ শূণ্য হয়ে পড়ে। বরিশালের ভক্তজনগণের জন্য বিশপ সুব্রত'র অন্যত্র যাওয়াটা কষ্টকর হলেও তারা আশায় বুক বাঁধতে থাকেন নতুন একজন ধর্মপালের। অবশেষে এ বছর জুন মাসের ২১ তারিখে রাজশাহীর ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিওকে বরিশাল ডায়োসিসের নতুন ধর্মপাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। নাম ঘোষণার পরপরই বরিশালের যাজক ও ভক্তজনগণ তাদের নতুন মেষপালককে যথাযথভাবে গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। অবশেষে সকল প্রতিকূলতা পেরিয়ে বাংলাদেশের একমাত্র কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, বাংলাদেশের সকল কাথলিক বিশপ, শত শত ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও হাজার হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উপস্থিতিতে বরিশালের ২য় ধর্মপাল বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও'র অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৯ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে। অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে সারা বাংলাদেশ থেকেই মানুষজন অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। নতুন ধর্মপাল প্রাপ্তিতে বরিশালের যাজক ও খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ আনন্দচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন। নতুন ধর্মপাল তাদের পাশে থাকবেন এবং কঠিন সময়ে আশার আলো দেখাবেন বলে প্রত্যাশা করেন। একই সাথে স্থানীয় মণ্ডলী গড়তে খ্রিস্টভক্তরা সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা বলেন।

বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও ইতোমধ্যে রাজশাহী ডায়োসিসের ভিকার জেনারেল, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর পরিচালক এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করে নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছেন। অধিকন্তু সিবিসিবি'র বিভিন্ন দপ্তরে ও কারিতাস বাংলাদেশে বিভিন্ন কার্যক্রমের জড়িত থেকে বাংলাদেশ মণ্ডলীর বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। সঙ্গতকারণে বরিশালের সন্তান না হলেও তিনি বরিশাল সম্পর্কে জানেন। প্রেরিতশিষ্যদের মতো তিনিও এ ডায়োসিসে প্রেরিত হবার মনোভাব নিয়েই এসেছেন।

অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে যিশুর হৃদয়ে স্থিত থেকে সবাইকে নিয়ে কাজ করার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও মিলন-সমাজ গড়তে সকলকে আশাবাদী করেছেন। বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিওসহ মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকল নেতৃবর্গের সেবাময় নিরপেক্ষ নেতৃত্ব দ্বারা বাংলাদেশ মণ্ডলী মিলন-সমাজে পরিণত হবে বলে প্রত্যাশা করি। নতুন বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও'র নেতৃত্বে ধান-নদী-খালে সুশোভিত বরিশালকে আরো বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। †

আমি তাই তোমাদের বলছি, এই কলুষিত অর্থসম্পদ বরং কাজে লাগিয়ে তোমরা মানুষকে তোমাদের বন্ধ ক'রে নাও, যাতে একদিন এই অর্থসম্পদের সম্বল হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা তোমাদের গ্রহণ ক'রে নেয় সেই শাশ্বত আবাসে। **(লুক: ১৬:৯)**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

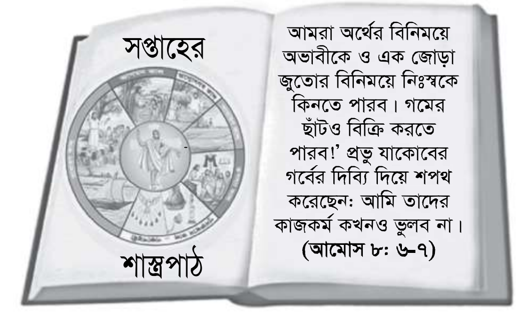


## কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮-২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

**১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার**

আমোস ৮: ৪-৭, সাম ১১৩: ১-২, ৪-৮, ১ তিমথি ২: ১-৮, লুক ১৬: ১-১৩ (সংক্ষিপ্ত ১৬: ১০-১৩)

**১৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার**

সাধু জানুয়ারিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

প্রবচন ৩: ২৭-৩৪, সাম ১৫: ২-৫, লুক ৮: ১৬-১৮

**২০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**

সাধু এন্ড্রু কীম তে-গন এবং সঙ্গীগণ

প্রবচন ২১: ১-৬, ১০-১৩, সাম ১১৯: ১, ২৭, ৩০, ৩৪-৩৫, ৪৪, লুক ৮: ১৯-২১

অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

যাকোব ১: ২-৪, ১২, সাম ১২৬: ১-৬, মথি ১০: ১৭-২২

**২১ সেপ্টেম্বর, বুধবার**

সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসামাচার রচয়িতা, *পর্ব*

সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

এফে ৪: ১-৭, ১১-১৩, সাম ১৯: ১-৪খ, মথি ৯: ৯-১৩

**২২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**

উপ ১: ২-১১, সাম ৯০: ৩-৬, ১২-১৪, ১৭, লুক ৯: ৭-৯

**২৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**

পিয়েত্রেল্‌চিনা'র সাধু পিউস (পাদ্রে পিও), যাজক, *স্মরণদিবস*

উপ ৩: ১-১১, সাম ১৪৪: ১-৪, লুক ৯: ১৮-২২

অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*

গালা ২: ১৯-২০, সাম ১২৮: ১-৫, মথি ১৬: ২৪-২৭

**২৪ সেপ্টেম্বর, শনিবার**

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ

উপ ১১: ৯--১২: ৮, সাম ৯০: ৩-৬, ১২-১৪, ১৭, লুক ৯: ৪৩-৪৫

## প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

**১৮ সেপ্টেম্বর, রবিবার**
+ ২০১০ ফাদার শিমন তিগ্‌গা (দিনাজপুর)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী বার্ণাডেট পিসিপিএ
**১৯ সেপ্টেম্বর, সোমবার**
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম লরেটো এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯১ ফাদার আলফন্স কোড়াইয়া (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার লুইজি মারকাতো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৬ সিস্টার শিউলী গমেজ এসসি (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার ক্যাথেরিন গনসালভেস এসসি (খুলনা)
**২০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার**
+ ১৯৭৯ সিস্টার মেরী আন্তনী পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম লরেন্সিয়া আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৫ সিস্টার আন্দ্রিনা ব্যাপারী এসসি (যশোর)
+ ২০১৬ সিস্টার রোজারিয়া গ্রিত্তি এসসি (ময়মনসিংহ)
**২১ সেপ্টেম্বর, বুধবার**
+ ১৯৫৪ সিস্টার কর্ডুলা আরএনডিএম (ঢাকা)
**২২ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার**
+ ১৯৪৮ সিস্টার এম ব্লঞ্চ রিয়ার্ডন সিএসসি
+ ১৯৮১ ফাদার ভিন্সেন্ট ডেলাভি সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার রেবেকা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)
**২৩ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার**
+ ১৯২৩ ফাদার পাওলো রিপামন্তি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৫৫ ফাদার জন বাপ্তিষ্ট পিনসন সিএসসি
+ ১৯৬৬ ব্রাদার লুদোভিক ভালোয়া সিএসসি
**২৪ সেপ্টেম্বর, শনিবার**
+ ১৯২৩ সিস্টার এম কিলিওন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৭ ফাদার আমব্রোজো দেল'ওর্তো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৫ সিস্টার আন্না জুদিচি পিমে

# খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

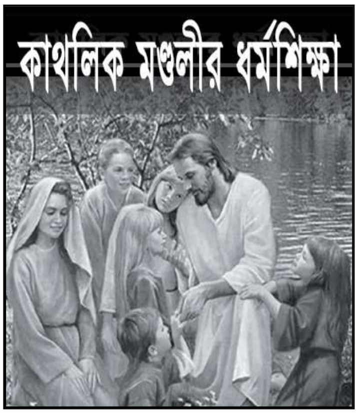


**ধারা - ৪**

**অনুতাপ ও পুনর্মিলনের সংস্কার**

**১৪২২:** "যারা অনুতাপ সংস্কার গ্রহণ করে তারা ঈশ্বরের করুণায় তাঁর বিরুদ্ধে কৃত সকল পাপের ক্ষমালাভ করে, এবং তারা একই সময়ে খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গেও পুনর্মিলিত হয়, যে-মণ্ডলীকে তারা পাপ দ্বারা ক্ষত করেছে, এবং যে-মণ্ডলী তার ভালবাসার গুণে, তার দৃষ্টান্ত ও প্রার্থনার দ্বারা তাদের মনপরিবর্তনের জন্য শ্রম করে যাচ্ছে।"

**॥ক॥ এই সংস্কারটির নাম কি?**

**১৪২৩:** এই সংস্কারটিকে মনপরিবর্তনের সংস্কার বলা হয়, কারণ এটি মনপরিবর্তনের জন্য খ্রীষ্টের আহ্বান সংস্কারীয়ভাবে তুলে ধরে, যে আহ্বান হচ্ছে পরমপিতার কাছে ফিরে আসার জন্য প্রথম পদক্ষেপ, কেননা পাপের দ্বারা পিতার কাছ থেকে সে দূরে গিয়েছিল। সংস্কারটিকে অনুতাপ সংস্কার বলা হয়, কারণ এটি পাপী খ্রীষ্টানের মনপরিবর্তন, অনুতাপ ও ক্ষতিপূরণের ব্যক্তিগত ও মাণ্ডলিক পদক্ষেপগুলো উৎসর্গ করে।

**১৪২৪:** সংস্কারটিকে পাপস্বীকার সংস্কার বলা হয়, কারণ যাজকের কাছে পাপ স্বীকার করা হল এই সংস্কারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। গভীর অর্থে সংস্কারটি হচ্ছে "স্বীকারোক্তি" - ঈশ্বরের পবিত্রতা ও পাপী মানুষের প্রতি তাঁর দয়ার স্বীকৃতি ও প্রশংসাগান।

সংস্কারটিকে ক্ষমার সংস্কারও বলা হয়, কারণ যাজকের সংস্কারীয় পাপমোচনের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর অনুতাপীকে 'ক্ষমা ও শান্তি' দান করেন। সংস্কারটিকে বলা হয় পুনর্মিলন সংস্কার, কারণ এই সংস্কার পাপীকে পুনর্মিলন সাধনকারী ঈশ্বরের জীবন দান করে: "ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও।" যে পরমেশ্বরের করুণাভরা ভালবাসায় বাস করে সে প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকে: "যাও, প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও।"

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

নিরাময়ের সংস্কারসমূহ

॥খ॥ দীক্ষাস্নানের পরে কেন এই পুনর্মিলন সংস্কার?

**১৪২৫:** "প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছে, পবিত্রীকৃত হয়েছে, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।" খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রবেশ সংস্কার গুলোতে ঈশ্বর আমাদের যে দান দিয়েছেন, তার মহানুভবতা আমাদের অনুভব করা উচিৎ যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, যে-ব্যক্তি "স্বয়ং খ্রীষ্টকে পরিধান করেছে" তার জন্য কী পরিমান পাপ মোচন করা হয়েছে। প্রেরিতদূত যোহনও অবশ্য বলেছেন যে, "আমরা যদি বলি, আমাদের কোন পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি এবং আমাদের অন্তরে সত্য নেই।" প্রভু তো নিজেই আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন: "আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর,"

প্রার্থনাটির সঙ্গে তিনি এই যোগসূত্র রেখেছেন, আমরা পরস্পরের অপরাধ ক্ষমা করলে তবেই ঈশ্বর আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

## ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৩৩ সংখ্যার ৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বিপ্র: নম্বর ২৫৮/২২ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের তারিখ আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ এর পরিবর্তে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক

# বরিশাল ডায়োসিসে বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

**পিটার ডেভিড পালমা** □ সুদীর্ঘ সময় (১৯২৭-২০১৫) বরিশাল চট্টগ্রাম ডায়োসিসের একটি ধর্মাঞ্চল ছিল। অবস্থান এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতিগতভাবে চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকা থেকে বরিশাল একটু ভিন্নতর। চট্টগ্রামে অবস্থান করে বরিশালের নিবিড় পালকীয় যত্নদান বেশ কষ্টসাধ্যই ছিল। অধিকন্তু বরিশালে বিভিন্ন মণ্ডলীর দৃঢ় অবস্থান ও প্রচার কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসের নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দেয়। তাই বরিশাল এলাকায় পৃথক ডায়োসিসের প্রয়োজনীয়তা বেশ আগে থেকেই অনুভূত হলেও তা বাস্তবে পরিণত হয় ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫টায় ভাটিকান এবং চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল হতে একযোগে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস চট্টগ্রাম ডায়োসিসের বরিশাল অঞ্চল ও খুলনা ডায়োসিসের বানিয়ারচর-ফরিদপুর নিয়ে একটি নতুন ডায়োসিস প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার নাম বরিশাল কাথলিক ডায়োসিস। ডায়োসিসের আভিধানিক অর্থ হলো "খ্রিস্টীয় ধর্মাধ্যক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকা" বা "A district under the pastoral care of a Bishop in the Christian Church". পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাটিকান রাষ্ট্রদূত পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী নতুন ডায়োসিসের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। সাথে সাথে তিনি নতুন ডায়োসিসের প্রথম বিশপ হিসাবে ঐ সময়ের চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ পরম শ্রদ্ধেয় লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি এর নাম ঘোষণা করেন। ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি নতুন ডয়োসিসের প্রথম বিশপ হিসাবে অধিষ্ঠিত হন এবং দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

**বরিশাল কাথলিক ডায়োসিসের পরিধি বা এলাকা**

ভৌগলিকভাবে পদ্মা, মেঘনা নদী চট্টগ্রাম ডায়োসিস থেকে বরিশালকে পৃথক করেছে। খুলনা ডায়োসিস থেকে রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ (বানিয়ারচর) জেলা বরিশালের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই বরিশাল ডায়োসিস উন্মত্তা পদ্মা নদীর এপারের দক্ষিণ বঙ্গের কুয়াকাটা সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। বরিশাল কাথলিক ডায়োসিসের আয়তন হল ২০,৭০৮ বর্গ কিলোমিটার। ১১টি জেলা, ৭১টি উপজেলা, ৬৬৪টি ইউনিয়ন, ৮৪টি পৌরসভা এবং ২টি সিটি কর্পোরেশন বরিশাল ডায়োসিসে অন্তর্ভুক্ত। মোট জনসংখ্যা ১, ৪১, ৮৩, ৯২৭ জন এবং বরিশাল ডায়োসিসে কাথলিক খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ১৮,৫৯৮ জন *(The Catholic Directory -2019)*। বর্তমানে বরিশাল কাথলিক ডায়োসিসে সাতটি ধর্মপল্লী এবং দুইটি কোয়াজী ধর্মপল্লী রয়েছে। এসব ধর্মপল্লীর অধীনে মোট ৮৮টি কাথলিক বসতি গ্রাম বা ওয়ার্ড রয়েছে।

**ডায়োসিসের এগিয়ে চলা-** স্থানীয় সন্তান বিশপ লরেন্স সুব্রত'র সাথে একাত্ম হয়ে বরিশাল ডায়োসিস আস্তে আস্তে নিজস্ব পরিমণ্ডপে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরাতনের যত্নদানের সাথে সাথে নতুন নতুন অবকাঠামো ও কর্মোদ্যোগ শুরু হয়। বিশ্বাসের যত্ন নিবিড়ভাবে নিতে ধর্মপল্লী ও কোয়াজী ধর্মপল্লীর সংখ্যা বাড়ানো। ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীর স্বাবলম্বিতা আনয়নের লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। স্বল্পসংখ্যক যাজক ও ব্রতধারী-ধারিণী নিয়েও বিভিন্ন কমিশনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ধর্মপ্রদেশকে স্থানীয় হয়ে ওঠার কাজ দ্রুত গতিতেই চলছিল। বিশেষভাবে অন্য খ্রিস্টমণ্ডলীগুলোর সাথে একসাথে পথ চলতে পারার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল। এমনি সময় মণ্ডলীর প্রয়োজনে বিশপ সুব্রত'র আহ্বান আসে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডায়োসিসের দায়িত্ব গ্রহণ করার। উল্লেখ্য চট্টগ্রাম থেকেই বরিশালের বিশপ হয়ে এসেছিলেন আর বরিশাল থেকে চট্টগ্রামের আর্চবিশপ হয়ে ফিরে গেলেন।

**বরিশাল ডায়োসিস শূণ্য হওয়া**

আর্চবিশপ মজেস এম কস্তার অকস্মাৎ মৃত্যুতে (১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ) চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিস শূন্য হয়ে পড়ে। চট্টগ্রামের শূণ্য আসন পূর্ণ করতে বরিশালকে শূণ্য করতে হয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় বিকাল ৫টায় একযোগে ভাতিকান ও চট্টগ্রাম থেকে বরিশালের বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদারকে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপের মনোনয়নের ঘোষণাটি আসে। অতঃপর ২২ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ করোনার উর্ধ্বগতির কারণে ছোট পরিসরে আনুষ্ঠানিক অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের দায়িত্ব গ্রহণ করলে বরিশাল বিশপশূণ্য হয়ে পড়ে। তবে ঐ একই দিনে বাংলাদেশে পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী বরিশালের প্রৈরিতিক প্রশাসক হিসেবে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্সের নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। একটি ডায়োসিস দীর্ঘদিন বিশপশূন্য থাকলে ধর্মীয়, পালকীয় ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নানামুখী বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সময়ক্ষেপণ হয়; ফলশ্রুতিতে কাজে-কর্মে ধীরগতি আসে। বরিশাল ধর্মপ্রদেশ প্রায় দেড় বছরের অধিককাল অপেক্ষায় থাকতে থাকে তাদের বিশপের জন্য। অপেক্ষার এই দীর্ঘসময়ে বিভিন্ন কথামালা ও গুজব, রটনা-ঘটনা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অবশেষে ২১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বরিশাল ডায়োসিসের নতুন বিশপের নাম ঘোষণার মধ্যদিয়ে নানামুখী জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে এবং বরিশালবাসী বিশপশুন্যতা মুক্ত হয়।

### নতুন বিশপ মনোনয়নের ঘোষণা

২১ জুন, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ৪টায় ভাতিকান ও বাংলাদেশ থেকে একযোগে ঘোষণা করা হয় যে, কাথলিক খ্রিস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল কে রোজারিওকে বরিশাল ডায়োসিসের বিশপরূপে মনোনীত করেছেন। বাংলাদেশে পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় বরিশাল ডায়োসিসের প্রৈরিত্রিক প্রশাসক (Apostolic Administrator) আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি বরিশালে বিশপ মনোনীত হবার ঘোষণাটি পাঠ করেন।

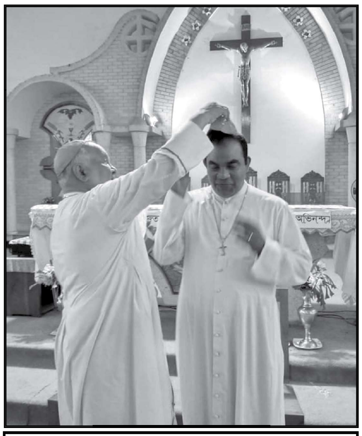

বিশপ জের্ভাস রোজারিও ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও'র মাথায় টুপি পড়িয়ে দিচ্ছেন

একই সময়ে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী থেকে বিশপ জের্ভাস রোজারিও ভিকার জেনারেল ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও'র বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপ পদে মনোনীত হওয়ার ঘোষণাটি সকলকে জ্ঞাত করেন। বিশপ জের্ভাস রোজারিও বিশেপ মনোনীত ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও'র বিশপ নির্বাচিত হওয়ার চিহ্নস্বরূপ মাথায় টুপি এবং গলায় মালা পড়িয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

### আনন্দ উচ্ছ্বাস ও বিশপীয় অভিষেক-অধিষ্ঠানের প্রস্তুতি

বরিশালের নতুন বিশপ মনোনয়নের কথা জানতে পেরে ডায়োসিসের প্রায় সকলে আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করেন। তাদের শূণ্যতা যে পূর্ণতা পেতে চলেছে। ডায়োসিসের প্রৈরিতিক প্রশাসক আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্সের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভিকার জেনারেল ফাদার লাজারুস কানু গমেজের নেতৃত্বে ডায়োসিসের সকল যাজকসহ ধর্মব্রতী-ব্রতীনি ও খ্রিস্টভক্তগণ বিশপীয় অভিষেক-অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের কর্মযজ্ঞে ঝাপিয়ে পড়েন। বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে চলতে থাকে প্রার্থনা আর এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহ। সবার মাঝে একসাথে কাজ করার প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। প্রস্তুতির এক পর্যায়ে জানানো হয় বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান হবে ১৯ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। বিশপ মনোনীত ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিওকে বরিশালের দ্বিতীয় ধর্মপাল রূপে গ্রহণ করতে সাজতে থাকে বরিশাল ডায়োসিস।

### বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও'র সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

#### পরিচয়

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের দক্ষিণ ভিকারিয়ার ফৈলজানা ধর্মপল্লীর ফৈলজানা গ্রামে ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত আন্তনী রোজারিও ও এলিজাবেথ রোজারিও'র কোল জুড়ে আসে ছোট্ট শিশু ইম্মানুয়েল কে রোজারিও। পরিবারে ৬ ভাই ২ বোনের মধ্যে তিনি হলেন পঞ্চম। পরিবার, আত্মিয়-স্বজন ও আপনজনদের ভালবাসায় আধ্যাত্মিত, নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ধাবিত হন তিনি।

নবঅভিষিক্ত বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও

#### প্রাথমিক শিক্ষা জীবন

ফাদার ইম্মানুয়েল কে রোজারিও ১৯৭০-১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে শিশু শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ফৈলজানা সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ৮ম শ্রেণি অধ্যয়ন করেন বোর্ণী ধর্মপল্লীর সেন্ট লুইস উচ্চ বিদ্যালয়ে।

#### যাজকীয় জীবনে গঠন লাভ ও শিক্ষা জীবন

নিজের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান অন্বেষণ করতে ও যাজক হবার বাসনায় তিনি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের সেন্ট যোসেফ'স মাইনর সেমিনারীতে যোগদান করেন এবং ১৯৮০-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ ৯ম ও ১০ম শ্রেণির পড়াশুনা করেন দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুলে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে নটরডেম কলেজ থেকে ডিগ্রী পাসকোর্স সমাপ্ত করেন। ১৯৮৬-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী বনানীতে দর্শন ও ঐশতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশুনা ও গঠন লাভ করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রমনা ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে ডিকন পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ২৮ ডিসেম্বর ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি (বর্তমান কার্ডিনাল) কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হন। তিনি হলেন ফৈলজানা ধর্মপল্লীর দ্বিতীয় পুরোহিত।

#### উচ্চতর পড়াশুনা

জ্ঞান পিপাসু ফাদার ইম্মানুয়েল কে রোজারিও অধ্যাত্ম জ্ঞান-সাধনা ও উচ্চতর পড়াশুনার জন্য রোমে যান এবং রোমের পোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় উর্বানিয়ানা থেকে বাইবেলীয় ঐশতত্ত্বের উপর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে লাইসেনসিয়েট ও ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

#### পালকীয় কাজ

ঐশজনগণের পালকীয় যত্ন নিতে তিনি সহকারী ও পালক পুরোহিত হিসেবে বনপাড়া, বোর্ণী, কলিমনগর এবং রাজশাহীর ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে সেবাদান করেন। তাছাড়াও তিনি ৬ মাস দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে বুলাকীপুর সেমিনারীতে যাজকীয় জীবনের আধ্যাত্মিক গঠন দানের জন্য সহকারী পরিচালক ও মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে ফাদার আঞ্জেলো কান্তনের অনুপস্থিতিতে ৩ মাস পালকীয় সেবাদান করেন। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ৪ বছর ৬মাস ডিন অফ স্টাডিজ, ৬মাস সহকারী পরিচালক এবং ৬ বছর পরিচালক হিসেবে সেবাদায়িত্ব পালনসহ মোট ১১ বছর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। গঠন ও পরিচালনা বিষয়ক দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। সিবিসিবি'র নবগঠিত ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশনের তিনি প্রথম সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সিবিসিবি'র কোর কমিটির সদস্য হিসেবেও দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ মণ্ডলীকে সেবা দিয়েছেন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেলের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি ফেডারেশন অব এশিয়ান বিশপস্ কনফারেন্সের ঐশতত্ত্ব বিষয়ক দপ্তরের, সদস্য এবং খ্রিস্টভক্ত ও পরিবার বিষয়ক দপ্তরের নির্বাহী সচিব হিসেবে কাজ করেন।

#### লেখালেখির জগতে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও

নব অভিষিক্ত বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও লেখালেখির ক্ষেত্রে নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন। জ্ঞান আহোরণের উৎস হিসেবে তিনি বাংলা এবং ইংরেজিতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন যা বিভিন্ন সময় ম্যাগাজিন ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে প্রকাশিত হয়েছে। পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী থেকে প্রকাশিত প্রদীপনে বিভিন্ন সময়ে তার লেখনীর মধ্যদিয়ে মানুষকে আলোকিত করেছেন যা আগামী দিনে গবেষণার ক্ষেত্রে পাথেয় হয়ে থাকবে। জাতীয় ট্রেনিং সেন্টার যশোর থেকে যে মঙ্গলবার্তা প্রকাশিত হয় তাতেও তার প্রবন্ধ ছাপানো হয়েছে। প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গীয় অদম্য পালক সাধু

জন মেরী ভিয়ান্নী নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যা খ্রিস্টভক্তদের (বিশেষ করে সেমিনারীর গঠন প্রার্থীদের) আধ্যাত্মিক চর্চায় সহায়ক হবে।

**বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠান**

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক মনোনীত রাজশাহী ডায়োসিসের ভিকার জেনারেল, ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও এর বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান বরিশাল কাথলিক ডায়োসিসের ক্যাথিড্রাল চার্চের উদয়ন স্কুল প্রাঙ্গণে সম্পন্ন হয়। ১৯ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার হাজারো খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে এক ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যময় পরিবেশে অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

বিশপদের সাথে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করছেন নবঅভিষিক্ত বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও

সকাল ৯ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফাদার ইম্মানুয়েলকে বিশপীয় পদে অভিষেক ও বরিশাল ডায়োসিসের পালক হিসাবে অধিষ্ঠিত করা হয়। বিশপীয় অভিষেকে তার মাথায় আশীর্বাদিত তেল ঢেলে দেয়া হয় এবং মাথায় মাইটার ও হাতে যষ্টি প্রদানের মাধ্যমে বিশপ হিসাবে অধিষ্ঠান করা হয়। অভিষেক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। পালকের আসনে নতুন বিশপকে অধিষ্ঠিত করেন বরিশালের প্রাক্তন বিশপ বর্তমানে চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বাণী সহভাগিতা করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভাতিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ জর্জ কোচেরী, বাংলাদেশের প্রথম কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর অন্যান্য বিশপগণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন ডায়োসিস ও ধর্মপল্লী থেকে আগত যাজক, ব্রাদার, সিস্টার ও হাজারো খ্রিস্টভক্তগণ এবং নিমন্ত্রিত রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও বরিশাল ডায়োসিসের দ্বিতীয় বিশপ হিসাবে দায়িত্ব-প্রাপ্ত হলেন। বরিশাল অঞ্চলে বসবাসরত কাথলিক খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পারিবারিক যত্নের গুরুদায়িত্ব পালনই বিশপীয় দাপ্তরিক বা ডায়োসিসের প্রধান কাজ। বিশপ হিসাবে তিনি একাধারে যেমন আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালন করবেন তেমনি সামাজিক নানাবিধ উন্নয়ন সাধনে অগ্রণী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে নব অভিষিক্ত বিশপ রোজারিও বলেন, ''বিশপ হিসাবে মনোনয়ন পাওয়া আমার কাছে দেশান্তরী হওয়ার আহ্বান। পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বাসীদের পিতা অব্রাহাম ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে যেভাবে নিজ দেশ, জাতি-গোষ্ঠী ছেড়ে ভিন্ন দেশে গেলেন; আমিও তেমনি নিজ ডায়োসিস ছেড়ে এ বরিশাল ডায়োসিসে আসার আহ্বান পেলাম। যেখানে আমি কখনও কাজ করিনি। আমার প্রথম কাজ হল এ অঞ্চলে বিশ্বাসী ভক্তের কথা শোনা ও তাদের যত্ন নেয়া।''

অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানের পর পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মহোদয়কে বরিশালের বিভিন্ন দপ্তর ও জনগণের পক্ষে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয় এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' ফেইজবুক পেইজ থেকে সরাসরি সম্প্রার করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত ভক্ত জনগণের জন্য আহার ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য বিশপ অভিষেকের আগের দিন (১৮/৮) বিকাল ৪:৩০ মিনিটে বরিশালের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট থেকে মটর সাইকেল র‍্যালী করে মনোনীত বিশপ, কার্ডিনাল ও অন্যান্য বিশপদের বরিশাল বিশপস হাউজে নিয়ে আসা হয়। মূল ফটকের সামনে আসলে পরে স্থানীয় কৃষ্টি অনুযায়ী মনোনীত বিশপকে বরণ করে নেয়া হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টি-ঝড়ও বিশ্বাসীদের একত্রিত হওয়া বন্ধ করতে পারেনি। মনোনীত বিশপের মঙ্গল প্রার্থনা করে পবিত্র আরাধনা অনুষ্ঠান করা হয়।

নবঅভিষিক্ত বিশপ মহোদয়কে পা ধুয়ে বরণ করে নিচ্ছেন খ্রিস্টভক্তগণ

বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও'র অভিষেক ও অধিষ্ঠান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের একমাত্র কার্ডিনাল, সকল বিশপ, শত শত যাজক, ব্রতধারী-ধারিণী ও হাজার হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উপস্থিতি দেখে অনেকেই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েছেন। শারীরিক ও অনলাইনে বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনেকেই তাদের আনন্দ ও ভালোলাগার কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে - বরিশাল ডায়োসিসের গৌরনদী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ বলেন,

বরিশাল ধর্মপ্রদেশে দীর্ঘ দিন বিশপের শূন্যতা অনুভব করছিলাম। আর এখন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও এলেন বরিশালের ধর্মপাল হয়ে। এ এক আনন্দ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার সাথে পূর্বে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক হিসেবে মিশেছি -দেখেছি। বিশপ হিসাবে আমার প্রত্যাশা তিনি সুন্দরভাবে নিষ্ঠার সাথে ধর্মপ্রদেশের হাল ধরবেন।

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে ধর্মপ্রদেশগুলোর মধ্যে বরিশাল ধর্মপ্রদেশ সর্বকনিষ্ঠ কিন্তু বিশ্বাস, একতায়, সহভাগিতায় জনগণের আন্তরিকতাপূর্ণ সেবার হাত বাড়িয়ে দেয়ার মধ্যদিয়ে মণ্ডলী সর্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে। শান্তি ও সম্প্রীতির অঞ্চল বরিশাল ধর্মপ্রদেশ। এখানে আন্তঃমাণ্ডলিক ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপে সমৃদ্ধশালী বরিশাল। এক সঙ্গে পথ চলা এবং অন্যকে বা এক মণ্ডলী আর এক মণ্ডলীকে শ্রদ্ধা সম্মান নিয়ে বিভিন্ন সভা, প্রার্থনা, বিষয় ভিত্তিক অন্যান্য সভাগুলো সত্যিই খুব উৎসাহ যোগায়। নতুন যে বিশপকে আমরা পেলাম এ ক্ষেত্রে তার মধ্যেও সেই ভাব ও উৎসাহ লক্ষ্য করেছি। এ কাজে তিনি আরও সুন্দর ভূমিকা রাখতে পারবেন। বরিশাল ধর্মপ্রদেশ এমন একজন বলিষ্ঠ পালককে পেয়ে অত্যন্ত খুশি যিনি আমাদের নিয়ে

মিলন সমাজ যাজক মণ্ডলী গঠন ও পালনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবেন। বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ২য় বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও এর বিশপীয় অভিষেক ও অধিষ্ঠান উপলক্ষে যে সব কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছিল প্রত্যেক কমিটি তা সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন ও অর্থপূর্ণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। প্রকৃতি অনুকূলে না থাকলেও এই পবিত্র অনুষ্ঠানটি থেমে থাকে নি। আমরা ঈশ্বরের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। বিশ্বাস করি, নতুন বিশপ আমাদের ধর্মপ্রদেশকে আধ্যাত্মিক ও পালকীয় নেতৃত্বদানে উত্তম মেষপালক হিসাবে আমাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করবেন। আমরা বিশপ মহোদয়ের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

নতুন বিশপের মাতৃ ধর্মপ্রদেশ রাজশাহীর সেন্ট যোসেফস্ স্কুল এণ্ড কলেজ, বনপাড়ার অধ্যক্ষ ফাদার ড. শংকর ডমিনিক গমেজ তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,

বৃষ্টি স্নানে শুচি হোক ধরা, সজীবতা প্রাণ ফিরে পাক সবুজ প্রকৃতি। জরা-জীর্ণতা, মলিনতা, পাপময়তা সব কিছু দূর হয়ে করুণাধারায় সিক্ত হোক মানুষের দেহ-মন-প্রাণ। স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মহিমান্বিত ও সুবাসিত হোক বরিশালের আকাশ-বাতাস। নব অভিষিক্ত বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-এর বিশপীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আমার এমনই অনুভূতি হচ্ছিল। অনেক বিশপ, যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিনী এবং সর্বোপরি হাজারো খ্রিস্টভক্তের সমাবেশ দেখে মনে হচ্ছিল স্বর্গীয় মনোরম দৃশ্যাবলী, যেথায় ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় দূতবাহিনী এবং সাধু-সাধ্বীদের মিলনমেলার এক সন্ধিক্ষণ। সুন্দর সুরেলায় গানে-প্রার্থনায়, ধ্যানে-উপদেশে পরম পিতার স্তুতি বন্দনা ও ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতায় ভরা প্রতিটি ভক্তের অন্তর। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই সঠিক স্থানে বসিয়ে বিশপীয় অভিষেক হচ্ছে যা ঈশ্বরেরই পরিকল্পনায়। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফোটা মনে হচ্ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ বর্ষণ, আমাদের মাঝেই ঈশ্বর বিদ্যমান, তিনিই ইম্মানুয়েল। আমি সত্যিই গর্বিত। স্ব-চোখে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেয়ে, যা দেখে আমার অন্তরে জেগে উঠছে ঈশ্বরের প্রতি আরো গভীর অনুরাগ ও বিশ্বাস।

বরিশাল ডায়োসিসের নিজস্ব সিস্টার ধর্মসংঘ 'এলএইচসি'। আর সেই ধর্মসংঘের একজন সদস্য সিস্টার মিতা মরেচ এলএইচসি বিশপীয় অনুষ্ঠানটিতে আবেগাপ্লুত হয়ে জানান,

২১ জুন ছিল আমাদের বহু প্রতীক্ষার অবসানের দিন। হ্যাঁ, সেদিন আমরা পেয়েছি আমাদের প্রতীক্ষিত একজন বিশপকে যিনি হলেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। দীর্ঘ ১ বছর ৭ মাস আমাদের বরিশাল ধর্মপ্রদেশ পালকবিহীন ছিল এবং বলা যায় আমরা একপ্রকার অভিভাবকহীন ছিলাম।

দীর্ঘ দুই মাস প্রস্তুতির পর যখন ১৮ আগস্ট বিশপ মহোদয়কে সামনাসামনি দেখতে পেলাম তখন এক স্বর্গীয় আনন্দ আমার অন্তরে অনুভূত হচ্ছিল। বিশপ মহোদয়কে দেখে মনে হচ্ছিল ঈশ্বর তাঁর দূতকে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন শুভ বার্তা ঘোষণা করতে, তাঁর মেষদের পরিচালনা দান করতে ও পথ দেখাতে। আমরা সত্যিই ভাগ্যবান এমন একজন গুণী, দক্ষ আধ্যাত্মিক বিশপকে পেয়ে। বরিশাল ধর্মপ্রদেশে নতুন বিশপকে পালকরূপে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। ব্যক্তি, স্থান ও পরিবেশ বিশপের জন্য নতুন, তবুও তিনি আমাদের প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, নতুন বিশপকে পেয়ে আমাদের সাধারণ খ্রিস্টভক্তের মধ্যেও দেখেছি অনেক আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা। পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁর এই যোগ্য সেবককে আশীর্বাদ করেন, যেন তিনি সুস্থ শরীরে তার মেষপালদের যত্ন নিতে পারেন।

ঢাকার যুবক সিলভেস্টার জুয়েল রোজারিও বিশপীয় অভিষেকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে ভীষণভাবে আনন্দিত। তিনি বলেন,

আমার জীবনে এমন মহান এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি ধন্য ও গর্বিত। খুবই জাঁকজমকপূর্ণ এবং ভাবগম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিকতায় ভরা ছিল এই পবিত্র অনুষ্ঠান। শুভ্র সাদা কাপড়ে ফাদার, সিস্টারদের দেখে মনে হয়েছিল স্বর্গদূতরা পৃথিবীতে নেমে এসেছে। খুবই পরিপাটি ও পবিত্র আবেশ বিরাজমান ছিল। নবনিযুক্ত বিশপ মহোদয়কে টুপি যষ্টি পরিয়ে যখন সিংহাসনে বসানো হলো তখন আমার মনে হয়েছিল আজ থেকে নতুন বিশপ মহোদয় বরিশালের রাজা। সত্যিই তিনি রাজা। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের বরিশালবাসীদের রাজা। বিশপ মহোদয়ের পরিবারের সদস্য সদস্যারা সবাই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং আন্তরিকতায় ভরপুর ছিল। সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছি বরিশালবাসীর আতিথেয়তায়। আপনারা সবাই নতুন বিশপের জন্য প্রার্থনা করবেন। যেন তিনি সুস্থ থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযর্থভাবে পালন করতে পারেন।

**উপসংহার**

ঈশ্বর শুরু থেকেই তাঁর আপন জাতি ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে বেছে নেন তাঁর কাজ পরিচালনার জন্য। বাংলাদেশ মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক যাত্রায় সময়ের প্রয়োজনে তিনি বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিওকে বেছে নিয়েছেন বরিশাল ডায়োসিসের ধর্মপাল রূপে। তাকে বিশপ হিসেবে পেয়ে বরিশাল ডায়োসিসের খ্রিস্টভক্তদের অনেক দিনের অপেক্ষা ও প্রতিক্ষার সমাপ্তি ঘটেছে। তবে একইসাথে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের কাজে বিশপ মহোদয়ের কর্মপরিকল্পনায় সকলেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজ ডায়োসিসকে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দিকে আরো উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশা রাখি।

**তথ্যদানে**


১. ফাদার বাবলু কোড়াইয়া
২. ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি
3. facebook.com. ✍



# আর্থিক সাহায্যের আবেদন

আমি শিপ্রা রোজারিও, স্বামী: অমৃত চিরান (৫২), দড়িপাড়া ধর্মপল্লীর একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমার স্বামী দৈনিক মজুরিতে কাজ করে কোন রকমে চার সদস্যের পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন। তার গলার বিভিন্ন সমস্যার কারণে গত এক বছরে বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তার দেখিয়েও সুচিকিৎসা পাওয়া যায়নি। সমস্যা গুরুতর হওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে গেলে তার গলার ক্যান্সার ধরা পড়ে। ক্যান্সারের চিকিৎসায় তাৎক্ষণিক অপারেশনের ব্যয় পরিবারের সমস্ত সঞ্চয় ও বাইরে থেকে ঋণ করে পরিশোধ করা হয়। ক্যান্সারের পরবর্তী চিকিৎসা কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ও আনুষাঙ্গিক ব্যয়ের জন্য কমপক্ষে আরো তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বিপুল এই অর্থের যোগান আমাদের মতো দরিদ্র পরিবারের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। আপনাদের উদার সহযোগিতাই পারে আমাদের দুই মেয়ের বাবাকে তাদের মাঝে বাঁচিয়ে রাখতে এবং আমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে।
এমতাবস্থায়, আমি বিনীতভাবে আপনাদের আর্থিক সহযোগিতার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

**সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা**

**ফাদার কাজল পিউরীফিকেশন**
পাল-পুরোহিত, পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী
দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
**মোবাইল: ০০৮৮ ০১৭২০-৯৮৩৫২৪**

**নাম: Amrito Chiran**
ব্যাংকের নাম: Dutch-Bangla Bank Limited
শাখার নাম: Kaliganj Branch
হিসাব নম্বর: 239 158 0014384
নগদ নম্বর: 0088 01323-835772
বিকাশ নম্বর: 0088 01747-372117

বিজ্ঞ/২৬৭/২২

# শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের গুরুত্ব

**ফাদার ড. শংকর ডমিনিক গমেজ**

একুশ শতকে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সাফল্যে নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে *(বোস, ২০১০)*। দক্ষ নেতৃত্বদানকারী প্রধান শিক্ষকদের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটে এবং তারা শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের শিক্ষাদান করে সফলতা আনে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ঘটে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানোন্নয়ন হয়। দক্ষ নেতৃত্বের দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি অনন্য ও নামকরা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করতে পারে। যিনি প্রধান শিক্ষক বা প্রশাসক থাকেন, তাঁর নেতৃত্বের উপরই বেশীরভাগ সাফল্য নির্ভর করে। কারণ তিনি কি ধরণের নেতা এবং কি ধরণের নেতৃত্বের কৌশল তিনি প্রয়োগ করেন। সুতরাং নেতৃত্ব কি? কেইথ ডেভিস এর মতে, নেতৃত্ব হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অনুসারীদের উৎসাহিত হতে সাহায্য করে। তাছাড়া পি. ডুকার বলেন, নেতৃত্ব মানুষের মন-মানসিকতা প্রশস্ত করে, মনোযোগ গভীর করে, তার কাজকে উচ্চতর মানে পৌঁছে দেয়, মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে তার ব্যক্তিত্ব গঠন করে দেয়। অতএব, দক্ষ নেতৃত্বের দ্বারাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে, একাডেমিক মানোন্নয়ন হয় এবং সার্বিক দিক দিয়েই উন্নতি হয়।

বর্তমানে সকল রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিশ্বাস করেন, জনগণই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উনারা মনে করেন যে জনগণকে শিক্ষা দিয়ে দক্ষ ও যোগ্য করে তুললেই তারা সম্পদে পরিণত হবে। এজন্য শিক্ষার মানোন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান শিক্ষকসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলেন। প্রধান শিক্ষকগণ প্রতিদিনই সচেতনভাবে দক্ষতার সাথে নেতৃত্ব দান করেন যেন শিক্ষার্থীরা দক্ষ জনশক্তি ও সম্পদে পরিণত হতে পারে। লেইথউড (১৯৯৯) এর মতে, প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ প্রতিদিনই সচেতনভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দান করেন।

লেইথউড (১৯৯৪) মনে করেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণই রূপান্তরকারী নেতা। কারণ, রূপান্তরকারী প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তৈরী করেন এবং এই মিশন, ভিশন ও লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করে থাকেন। তিনি তার জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সহায়তা দিয়ে থাকেন। তার সুদক্ষ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত পরিবর্তন হয় এবং শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি আদর্শ নিরাপদ জোন বা অঞ্চল। শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে এসে নিরাপদে এবং নিশ্চিতে পড়াশুনা করতে পারে। তাদের মনে কোন ভয় থাকে না বরং আনন্দ ভরা মনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্ভাবনায় সময়টুকু অতিবাহিত করে। একজন আদর্শ ও সাহসী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান তিনি তার প্রতিষ্ঠানে সবাইকে নিরাপত্তা দেন এবং নিরাপত্তা দেবার জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করেন। যে ঝুঁকি নিতে পারেন, তিনি তার নেতৃত্ব দিয়ে সব কিছু সঠিকভাবে পরিচালনা করেন।

প্রতিষ্ঠান প্রধান তার নেতৃত্ব দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সংস্কৃতি বা কালচার সৃষ্টি করেন। যখন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সুসম্পর্ক থাকে, তখন শিক্ষা কার্যক্রম সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় এতে সবাই সুন্দরভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। যার ফলস্বরূপ, শিক্ষার মান্নোনয়ন হয় এবং প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষাসহ পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বা রেজাল্ট ভাল হয়। তাছাড়া সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বয়ে আনে।

প্রতিষ্ঠান প্রধান শুধুমাত্র শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথেই যোগাযোগ রাখে না, বরং সরকারী শিক্ষা অফিস, শিক্ষাবোর্ডসহ আশে-পাশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রাখে এবং একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলে যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্বের বড় গুণ হলো যোগাযোগ করা এবং এই যোগাযোগ করার মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা জড়িত তাদের সঙ্গে ভাল সর্ম্পক গড়ে তোলে যেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম সুচারুভাবে চলে।

প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্বের মাধ্যমেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুন্দরভাবে চলে। বিশেষ করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সভা, সেমিনার, কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তা বাস্তবায়ন করে থাকেন প্রতিষ্ঠান প্রধান। এজন্য তাকে জানতে হয় ম্যানেজমেন্ট ও নেতৃত্ব দেওয়ার কৌশল। যিনি নেতৃত্ব দিতে জানেন না, তাকে দায়িত্ব দিলে প্রতিষ্ঠানে সবকিছুর মধ্যে হযবরল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং বহুবিধ সমস্যায় পড়তে হয়। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। এমনকি শিক্ষার মান্নোনয়ন হয় না এবং পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের বড় গুণ হলো নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা এবং জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তা মোকাবেলা করা। এজন্য প্রধান শিক্ষককে সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয় এবং সম-সাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় যেন পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ার আগেই তা সুন্দরভাবে সমাধান করা যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের, পেশার ও শ্রেণির লোক জড়িত থাকে। তাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে কাজ করতে হয়। এজন্য প্রধান শিক্ষককে হতে হয় দূরদর্শী এবং প্রজ্ঞাবান। বাঁকে তার দূরদর্শীতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতি সাহসের সহিত মোকাবেলা করতে হয়। সুতরাং নেতৃত্ব জানা না থাকলে সমস্যা সমাধান করা বা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা তখন কঠিন হয়ে যায়।

প্রধান শিক্ষক নেতৃত্বে দৃঢ় থাকলে তিনি সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে, সঠিক কাজে লাগিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান্নোনয়ন ও অন্যান্য সব কাজ সুন্দরভাবে করতে পারেন। সুতরাং বলা যায় যে, শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

# আধুনিক মানুষের ব্যক্তিগত জীবন

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

'আধুনিক' শব্দটি তুমুল উচ্চারিত। বহুল ব্যবহৃত। সুশীল সমাজে এর বেশ কদর। তারুণ্যের মুখে যখন তখন সমাদৃত। কথার সাথে আধুনিক। কাজের সাথে আধুনিক। চিন্তা চেতনায় ও আধুনিকতায় বাজিমাত। কৌশলের সাথে, কর্মসূচি ও পদ্ধতিতে এবং উপস্থাপনেও আধুনিক শব্দটি ওতপ্রোত। কী আছে শব্দটির ভিতর! কেন শব্দটি এত এতভাবে উচ্চারিত।

কেন কথায় কথায় আধুনিক হওয়ার গল্প ফাঁদতে হয়। আসলে শব্দটির মধ্যে এক ধরনের কেষ্ট কেষ্ট ভাবে আছে। আছে খানিক সাবালাক গন্ধ। যোগ্য যোগ্য এক অনুভূতি। অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা এবং সময়ের সাথে সামঞ্জস্যের প্রবণতা। আধুনিক মানেই সমসাময়িক। সমকালে মাননসই। সমধারার পথিক। যুগান্তরের যাত্রী। এ অর্থে প্রতিটি মানুষই তার সময়ে আধুনিক। গতকালের তুলনায় আজ আধুনিক আজকের চেয়ে আগামীকাল আরো আধুনিক। সত্যি অর্থে আধুনিকতার চাকাটি সময়ের সাথেই ঘোরে। কখনো কখনো সময় থেকেও এগিয়ে গল্প হয়। একে বলে অতি আধুনিক। কিছুটা জৌলুশময় হলে বলা হয় অত্যাধুনিক। এই আধুনিক, অতি আধুনিক এবং অত্যাধুনিক ছাপিয়ে কেউ কেউ মহা আধুনিকও উচ্চারণ করেন। সেরা আধুনিকও শোনা যায়। এতসব অভিধায় ঝলকিত শব্দটি তখন নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের জীবন। তবে সব মানুষ কি আধুনিক? সবাই ধারণ করে কি আধুনিকতার উত্তাপ। আধুনিকতার উচ্চগ্রামে আরোহণের সিঁড়ি কি পায় সবাই! সবাই কি বোঝে কী করে মাখতে হয় আধুনিকতার রং। না সবাই মাখতে জানে না। সবাই আধুনিক নন। কেউ কেউ থেকে যান আধুনিক স্রোতের বাইরে। সমকালে থেকেও তারা বসত করেন অতীতে। আজকের হয়েও তারা গতকালের। কেননা সময়ের পায়ের পা রেখে সবাই চলতে পারেন না। সময়ের চাকায় মেলাতে পারেন না জীবন চাকা। পারেন না এটিই সত্য। যদিও পারেন না তো তিনি কি আধুনিক? কিভাবে আধুনিক। সময় থেকে পিছিয়ে এরা। আজ এবং আগামীকাল আসে না এদের জীবনে। অবশ্য এ নিয়ে তেমন ভাবনাও নেই শ্রেণিটির। বলেছিলাম উষ্ণতার কথা। কেউ কাউকে যখন বলে আরে তুমি তো বেশ আধুনিক। তখন এক ধরনের উষ্ণতা তাকে চঞ্চল করে তোলে। এক ধরনের উদ্যম খেলে যায় তার ভেতর। অকস্মাৎ সিনা উচুঁ হয়ে উঠে। বুক টানটান করে দেহের ডানে বাঁয়ে চোখ ফেলে। নগদে একবার নিজেকে পরখ করার তীব্র বাসনা জেগে উঠে। চকচক করে উঠে দৃষ্টির উঠোন। তারপর হাসির রেখা দীর্ঘ হয়ে উঠে। সুখ সুখ ঝিলিক ছড়ায় সারা মুখের অঙ্গনে। খুব প্রমাণ দিতে থাকে সে যে আধুনিক। এভাবেই আধুনিক শব্দটি উদ্যম ছড়িয়ে জাগ্রত করে মানুষের ভেতর জগৎ। আধুনিক শব্দের ব্যবহারও বিভিন্ন আঙ্গিকে হয় আরে তুমি তো এখনো আধুনিক হওনি। কাজটি আধুনিক হয়নি। এটি আধুনিকভাবে করতে হবে। ওকে আধুনিকতা বোঝাতে হবে। আধুনিকতা কী ও তো জানেই না। এরা আধুনিক যুগের ছেলেপেলে। এর মধ্যে বেশি উচ্চারিত এখন সবাই আধুনিক জীবনে অভ্যস্ত। হ্যাঁ, তাই তো! সবাই আধুনিক জীবনই বেছে নেন। জীবন যাপন পদ্ধতি শুধু আধুনিক নয়, সর্বাধুনিক হওয়া চাই। হচ্ছেও এবং খুব হচ্ছে। কিন্তু এই আধুনিক ঝকমকে আয়োজনে ব্যক্তিগত জীবন কেমন আছে। আধুনিক জীবন মানেই ক্রমাগত ছোটার জীবন। আধুনিক জীবন মানেই নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে ওঠার জীবন। একই সঙ্গে আধুনিক জীবন কঠিন প্রতিযোগিতার জীবন। আধুনিক জীবন চ্যালেঞ্জের জীবন। কে কাকে পিছে ঠেলে যাবে। কিভাবে যাবে এবং কতদ্রুত যাবে এমনই তীব্রতার জীবন। একটি ধাবমান ঘোড়ার কথাই ভাবা যাক। সে যদি কেবলই ছুটতে থাকে। ছুটতে থাকে তো কে তাকে থামায়। যদি না-ই থামল, তাকে একান্তে পাওয়ার আশা কী করে করা যায়। এমন ধাবমান ঘোড়ার নামই আধুনিক জীবন। আধুনিক জীবন এনেছে নগর সভ্যতা। কিংবা নগর সভ্যতা দিয়েছে আধুনিক জীবনের উন্মাদনা। ফলে পৃথিবীর মহানগরীগুলোর দিকে নজর দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার। মহানগর কেন যেকোনো নগরীর কথাই তোলা যায়। ইস! কি ভীষণ গতিতে ছুটছে মানুষ। কী বিস্ময় গতিতে ধেয়ে যাচ্ছে যে যার উদ্দেশ্য পানে। কেউ যাচ্ছে। কেউ আসছে। কারো যাত্রা। কারো ফিরতি। কারো খোলা। কারো বন্ধ। কেউ ধারে। কেউ ছাড়ে। ঘরের দরজামুখী কেউ। কেউ দরজা সেঁটে বাহিরে দিকে। এভাবে আধুনিক জীবনের ছোটাছুটির বিস্ময়।

পরিবার থেকে রাষ্ট্র অবধি সব আয়োজনে বেড়েছে জাঁকজমক। কিন্তু নির্মমভাবে অন্তঃসারশূন্য। সব আয়োজন লোক দেখানো। সব আয়োজনে বাইরের চেয়ে ভেতর বড় রহস্যময়। ভেতর থেকে বাহির বড় তুচ্ছ। কাজের শরীরে প্রতারণার জাল। প্রচারণা ছাড়িয়ে ওঠে প্রপাগান্ডার ঢেউ। ঘটনার চেয়ে রটনা বৃহৎ। বিশালত্বের শরীরে ক্ষুদ্রতার ছোপ। সম্পদ অর্জন নয় আত্মসাতে উদ্বুদ্ধ। সততা ঠেলে ক্ষমতার মত্ততায় নৃশংস। কোনো কিছুতেই নেই নৈতিকতার ঘ্রাণ। মনের কথা মুখে নেই। মুখের কথাও নেই মনের কাছে। যা বলে তা করে না। যা করে তা বলে না। পৃথিবীজুড়ে আধুনিকতার নামে প্রতারিত মানুষ। রূপ যৌবন ভয়াবহভাবে পণ্য হয়ে উঠেছে। মানবীর লাবণ্য বিক্রি হয় খুব কম মূল্যে। হ্যাঁ, আধুনিকতা মানুষকে বিশ্বগ্রাম দিয়েছে যোগাযোগের দ্রুততা দিয়েছে। কম্পিউটারের মেমোরি দিয়েছে। চাঁদের ঠিকানা দিয়েছে। মঙ্গল গ্রহের সংবাদ দিয়েছে। দূরের পথকে কাছে এনেছে। পলকে, খবর পৌঁছানোর আয়োজন করেছে। নিজের অঙ্গভঙ্গি মুহূর্তে প্রদর্শনের সুযোগ দিয়েছে। সমগ্রতাকে এনেছে হাতের মুঠোয়। একটি ক্ষুদ্র জানালায় বিশ্ব দেখার আয়োজন করে দিয়েছে। কিন্তু আধুনিক জীবন খণ্ডিত জীবন। সীমাবদ্ধও। সীমিত করেছে জ্ঞানের রাজত্বে। নাম না তুলেও বলা যায়- একদা একজন ব্যক্তির ভাণ্ডারে ছিল জ্ঞানের চর্তুমুখী সম্মিলন। বিজ্ঞান, জানতেন। ভূগোলও। চিকিৎসা থেকে আকাশ বিদ্যা। সাহিত্য থেকে ইতিহাস সবই ছিল একটি থলের ভেতর। এখন? শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিশেষজ্ঞ আছেন। কিন্তু এক অঙ্গ থেকে আরেক অঙ্গের এতই দূরত্ব যে প্রতিটি অঙ্গের জন্য আলাদা দপ্তর দরকার। শিক্ষাবিদের গল্পও তেমনই।

নিজেকে নিয়েই ব্যস্ততা দিয়েছে আধুনিক জীবন। ব্যক্তি তো বটেই। নেতা কিংবা দায়িত্বশীল অথবা পরিচালক যে-ই হোন নিজের তৃষ্ণা সেটান আগে। নিজের পেট আগে ভরানোর কাহিনী বড় বিস্ময়ের। ছড়ি ঘোরাবেন, দায় নেবেন না! এমনই আধুনিক এত সামষ্টিক জীবনের আয়োজন। কিন্তু ব্যক্তি জীবন। রূঢ় হলেও বিষয়টি দারুণ সত্যি আধুনিক মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বলে তেমন কোনো জানালা নেই। যে জানালায় উঁকি দিলে জীবনের সুখ - দুঃখের মুখ দেখা যায়। আধুনিক জীবন কেড়ে নিয়েছে মানুষের শৈশব। ডাকাতি করেছে কৈশোর। লুট করেছে আবেগ। একদা ছিল 'আমাদের'। এখন হয়ে গেছে 'আমার'। একদা ছিল 'আমরা'। এখন 'আমি'। বড়দের সম্মান ছিল। ছোটদের ছিল স্নেহের পরশ। এখন সম্মান ক্ষমতা ও সম্পদের। বয়সী মানুষেরা অবজ্ঞার শিকার। ছোটরা বেড়ে ওঠে আদরহীন। জ্ঞানীরা মূল্যহীন। সর্বত্র অজ্ঞদের বাজার। এই যখন সমাজচিত্র। সেখানে কী করে সুস্থ থাকে ব্যক্তিগত জীবন। ব্যক্তিগত জীবন এখন ভোগের তাণ্ডবে উদ্ভ্রান্ত। একাকিত্বের শূন্যতায় হতাশ। স্বার্থপরতার উৎকটে সংকীর্ণ! বস্তুর অঢেলতায় আবেগহীন। চিন্তার সীমাবদ্ধতায় অস্থির। আধুনিক মানুষের

ব্যক্তিগত জীবন নেই এ সত্যটি উচ্চারণ করা এখন জরুরী।

আধুনিক জীবন মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। ক্রমাগত একা হয়ে যাচ্ছে মানুষ। এক ছাদের নিচে পাঁচজনের হাতে পাঁচটি মুঠোফোন। মোবাইল নামে খুব ডাক তার গোটা বিশ্ব থেকে ফিরিয়ে চোখ এখন ছোট্ট একটি মোবাইল স্ক্রিনে। ঘন্টার পর ঘন্টা। একটানা দীর্ঘ সময়। ক্ষয়ে যায় দিন। পৃথিবীতে রাত নামে। অথচ ব্যক্তিজীবনের রাত বলে কিছু থাকছে না। জগতের রাত দীর্ঘ হয়। আধুনিক মানুষের চোখে ছোট হয়ে ওঠে রাত। চোখে ঝলসায় আলোর বোতাম। পাঁচ হাজার বন্ধুও আছে কারো কারো। অথচ বেলা শেষে একাকিত্বের দহনে দগ্ধ। ফেসবুকে দহরম খুব। বাস্তবে ছেঁড়া সূতো। বিশাল বন্ধু। আদতে ভীষণ ক্ষুদ্র। দুর্ঘটনায় মুর্মূষু মানুষ। সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে সেলফিতে মশগুল। আপন বোন কিংবা ভাই অথবা মা কিংবা বাবাকে কবরে রাখার সেলফি যখন প্রকাশ পায়। তাকে পৃথিবীর কোনো করুণ দৃশ্য স্পর্শ করবে কি! কারো দিকে কারো চোখ নেই। অন্যয়ের বিরুদ্ধে রক্ষা নেই। কারো প্রতি কারো মমতার নজর উজায় না। নিজেকে নিয়েই হুলুস্থুল। নিজেকে দেখানোর উৎসব। প্রদর্শনের বিস্ময় তামাশা। ছবির সেকি ভঙ্গি। নরম গরম মুহূর্তের চিহ্ন। খাওয়া দাওয়ার রকমারি। দামি পোশাকের শরীর। কালো চশমার চোখ। খ্যাতির পিপাসায় আধুনিক মানুষের ভেতর থেকেই ক্ষয়ে যাচ্ছে আধুনিক জীবন। সবসকিছু পেতে চেয়ে দিয়ে দিচ্ছে নিজের সব। যা পায় তার কোনো ভার নেই। যা হারায় তা বড়ই ওজনদার। কী করবে আর কী করবে না। কেন করছে আর কেন করছে না। এর কোনোটিই যেন বিবেচনার নয়। ছোটার আছে, ছুটছে। পড়ার কাজ; পড়ছে। যাচ্ছে-আসছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, উঠছে-বসছে কেন? এর কোনো গাম্ভীর্যপূর্ণ জবাব নেই। সব কিছুতেই আনন্দ শিকার করার গুলিটি তাক করে রাখা। অথচ অর্থপূর্ণ জীবনের কোনো গন্ধে তারা নাক ডোবায় না।

**আধুনিক শব্দের আরেক অর্থ সত্য আবিষ্কার। সত্যের দিকে থাকা। সত্যের সঙ্গ নেয়া। সত্যকে গ্রহণ করা এবং সত্য মান্য করা। সত্য মান্য করা জীবন অর্থপূর্ণ। সত্য ধারণ করা জীবন শঙ্কাহীন। তার বুকে থাকে আশার কল্লোল। তার হৃদয়ে থাকে প্রশান্তির আকাশ। সত্য যখন জীবনের বন্ধু হয়, সে জীবন সবসময় আধুনিক। তখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে আধুনিক মানুষের ব্যক্তিগত জীবন।**

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার:**

১. জাকির আবু জাফর, রোববার পত্রিকা, সংখ্যা ৮ম, বর্ষ ৪৪, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। ৵

## স্বাধীনতার মূল কথা

**মাস্টার সুবল**

লিখলাম আমি ভবে  
মনের দুয়ার খুলে  
শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু  
জাতির পিতাই বটে।  
বাঙালি জাতির মৃত্যুক্ষণে  
দিয়েছিলেন এক ভাষণ  
ভাষণের মূল কথা  
বুদ্ধিমান সবাই জানেন।  
উচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন  
ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে  
রক্ত যখন দিয়েছি  
রক্তকে করবোনা ভয়।  
এবারের সংগ্রাম  
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম  
এবারের সংগ্রাম  
স্বাধীনতার সংগ্রাম।  
জয় বাংলা।


## শিক্ষিকা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

**‘দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:’ এর অঙ্গ সংগঠন “দি মর্নিং স্টার গ্রামার স্কুল” এ শিশু-শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির জন্য শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া হবে।**

**আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে আবেদন পত্র, জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি ও ২ কপি সদ্য তোলা রঙীন ছবিসহ নিম্ন ঠিকানায় জমা দিতে বলা যাচ্ছে।**

**ধন্যবাদান্তে,**

**প্রধান নির্বাহী**  
দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:  
৬২৬/১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ॥  
ই-মেইল নম্বর: mstarfwc@yahoo.com

**প্রার্থীর যোগ্যতা সমূহ:**

১। ন্যুনতম বিএ পাশ হতে হবে।  
২। ন্যুনতম ২৮ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ বয়স হতে হবে।  
৩। বিএড কোর্স সমাপ্তকারী এবং বিবাহিতাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।  
৪। শিক্ষক নিবন্ধনের সার্টিফিকেট (যদি থাকে)।  
৫। এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন জানা থাকতে হবে।  
৬। আধুনিক ও ইতিবাচক মানসিকতা সম্পন্ন হ'তে হবে।  
৭। বাঙালি সংস্কৃতি'র মানসিকতাসম্পন্ন এবং গান, নৃত্য, আবৃত্তি ও অভিনয়ে দক্ষতা, প্রার্থীদের বিশেষ যোগ্যতা ব'লে বিবেচিত হবে।

বিজ্ঞ/২৬৬/২২

# গারো সমাজে নারীর ভূমিকা

এ এম আন্তোনী চিরান

**ভূমিকা:**

বর্তমান সভ্য সমাজে যে স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব মানব বিবেককে নাড়া দিচ্ছে বা তাড়া করছে- তা হলো নারী নির্যাতন। সভ্য সমাজে নারী নির্যাতন বলতে যে অভ্যন্তরীণ গোপন বিষয় বেরিয়ে আসে; তা হলো- ধর্ষণ, পেষণ ও দলন ইত্যাদি। এমনকি হত্যা-গুমও হচ্ছে অহরহ। অথচ ধর্ষণকারী, পেষণকারী, দলণকারী যাই বলিনা কেন প্রতিটি ব্যক্তিই নারী গর্ভ থেকে জাত। পুরুষ তার যৌন লালসার তাড়নায় এই নারী ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যবহার করছে; এটা নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি জীবনের মানবিক সত্তাকে ক্ষুণ্ন করে বা নষ্ট করে। যা মানবতার পরিপন্থী ও গর্হিত কাজ। অথচ যে কোন জাতির ধর্মীয়, সামাজিক রীতি-নীতিতে ব্যক্তি জীবনের কাম-লালসা পূরণের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান আছে। যা প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মানুষ শ্রদ্ধাভরেই মেনে চলেন। তা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানই হোক। নর-নারীর দাম্পত্য প্রেমের মাধ্যমেই একটি পরিবার নির্দিষ্ট গণ্ডিতে স্বাধীন চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নিজের যৌন চাহিদা পূরণের সাথে সাথে সৃষ্টির কাজে ঈশ্বরকে সক্রিয় সহায়তা দানের জন্যেই মানুষ পরিবার গঠন করে। কিন্তু বাহ্যত দেখা যায় যে, বহু বিবাহ, পরকিয়া প্রেম, অবৈধ সংসর্গ, অস্বাভাবিক লাম্পট্য, মানবিক মর্যাদাকে বিপন্ন করছে, ক্ষুন্ন করছে, নষ্ট করছে। আবার কতগুলো ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অবৈধভাবে জীবন-যাপন করছে অযাচিতভাবে তা বলা বাহুল্য। পরিবারকে ও তার অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে যদি মানবতার উৎসভূমি হিসাবে গড়ে তোলা যায়, সংবেদনশীল করে গড়ে তোলা যায়; সর্বোপরি নিজস্ব আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো যায়; তাহলে প্রতিটি সন্তানরাই ভাল মানুষ হিসাবে গড়ে উঠবে।

আজ আমাদের সমাজে যে যৌন অনাচার, পরকীয়া প্রেম, অবৈধ জীবন-যাপন লক্ষ্য করা যায়, তা আমাদের প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের আর্ন্তজাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসে প্রধান আলোচনায় যে বিষয়টি স্থান পায়; তাহলো- নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ণ, নারী নির্যাতন রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আইনি ব্যবস্থায় তা কার্যকর করা। পিতৃতান্ত্রিক বাঙালি সমাজের জন্য এই সাংগঠনিক আন্দোলনটা প্রযোজ্য কিন্তু আমাদের গারো সমাজের জন্য এই অধিকারটা প্রযোজ্য নয়। এটা জন্মলব্ধ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদেরকে ভোগ্য পণ্য হিসাবে মনে করে; নতুবা পুরুষ জাতির সেবাদানকারী ললনা হিসাবে সেই সব তথাকথিত সমাজে গণ্য করা হয়। সংসারের দায়-দায়িত্ব মেয়েদের উপর বর্তায়। সংসারে কোন কিছুর ঘাটতি হলে, কোন সমস্যার উদ্ভব হলে নারীকে পুরুষের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। কিন্তু আমাদের গারো সমাজে নারীরা যে পারিবারিক, সামাজিক অধিকার নিয়ে বসে আছে তা পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে চর্চা হয় কি না তা আমার জানা নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়ে দিতে গেলে পণ দিতে হয়, অনাদায়ে স্ত্রীর উপর জুলুম-অত্যাচার করা হয়, এমনকি গুম-হত্যা পর্যন্ত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত কোন সমস্যা-ঘটনার উদ্ভব হলে তালাক দেয়া হয়। বর্তমান সভ্য সমাজেও এর নীরব সমর্থন আছে বলেই এরকম অমানবিক ঘটনা আজও অহরহ ঘটছে। আমাদের গারো সমাজে নারীর অধিকারকে মানবতার শীর্ষে তোলা হয়েছে। বিষয়-সম্পত্তি মায়েদের নামে, সন্তানের পদবী মায়ের নামে। গারো পুরুষগণ শুধু আইনি সহায়তা এবং পারিবারিক গণ্ডিতে মা:নকদের (মা-বোনদের) অর্থ-সম্পদ রক্ষার্থে নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান সময়ে শিক্ষার আলোর প্রভাবে চ্রা-দের (যারা পরিবারের মামা, ছেলে) সেই জাতীয় অধিকারকে, মর্যাদাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে এবং খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। যা আমাদের গারো সমাজ ও জাতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বৈ লাভ নেই। রাষ্ট্রীয় আইনের মুখাপেক্ষি হয়ে নিজস্ব জাতির আইনী ব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলা বা ভেঙ্গে দেয়া এক প্রকার অবিবেচকের কাজ। এরকম ঘটনা আমাদের গারো সমাজে বর্তমানে অহরহ ঘটে চলেছে।

**গারো সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতা:**

গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। এটা বলাবাহুল্য ব্যাপার। পৃথিবীতে জন্ম নিলেই মায়ের পদবী গ্রহণ করতে হয়। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সাথে তুলনা করতে গেলে গারোদের সমাজ ব্যবস্থা ব্যতিক্রমই বটে। নারী সন্তান জন্মসূত্রে সমস্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ছেলে সন্তানদের অধিকারটা উহ্যই থাকে। তবে মাহারী গোষ্ঠী যদি কোন ছেলেকে লিখিতভাবে দিয়ে যান; তবে তা স্থায়ী বা বোনেরাও আর আপত্তি তুলেন না। এটা একটা ভাল লক্ষণ। মানে- ভাই হিসাবে পরিবারে যে অধিকার রয়েছে বা অবদান রয়েছে তা স্বীকৃতি দান করা। এটা পরিবারে শান্তির বাতাস যেমন বয়ে নিয়ে আসে ঠিক তেমনি পরিবারে সম্মানবোধ, মানবিক মর্যাদাকে দৃঢ়তা দেয়।

**মায়ের ভূমিকা:**

গর্ভকালীন গারো মহিলাদের কতকগুলি সামাজিক রীতি-নীতি পালন করে চলতে হয়। যেমন- 'আশিনামজা' অর্থাৎ 'অশুভ', 'দাকনামজা' অর্থাৎ 'যা করণীয় নয়' ইত্যাদি। গারোদের বিশ্বাস গর্ভের সময় দেব-দেবতারা মহিলাদের প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়। গর্ভের শিশুটি নষ্ট করার জন্য। যার জন্য গর্ভবতী মহিলাগণ ঘরের বাইরে যথেচ্ছা যাতায়াত করতে পারবে না। বিশেষ করে সন্ধ্যায় কি রাত্রে। মৃত ব্যক্তির ঘরে ঢোকা নিষেধ, ওয়ানগালার পূর্বে অর্থাৎ মিসি সালজং দেবতাকে নতুন ফসলের প্রথমাংশ না দিয়ে কোন নতুন ফসল খেতে পারবে না ইতাদি। অবশ্য বর্তমান যুগে এই সব নিয়ম-কানুনগুলোকে কুসংস্কার বলে এড়িয়ে চলে।

**বিবাহ কার্য:**

গারোদের সামাজিক রীতি-নীতি অন্যান্য জাতি থেকে ভিন্নতর। আগেকার দিনে আপন ভাই ও বোনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ সম্পন্ন হতো। ঘরের যে কোন মেয়ের জন্য নখ্রম (ঘরের খুটি বা প্রধান) হিসাবে জামাই আনা হতো। যে ছেলে-মেয়ের উপর পরিবারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব অর্পিত হতো। এমনকি বিষয় সম্পত্তির সিংহভাগ তাকেই দেয়া হতো। সেই মেয়ে-জামাইয়ের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব থাকতো। যেমন- কোন আত্মীয়-স্বজনের আগমন ঘটলে তাদের আদর-আপ্যায়ণ করা, মা-বাবা বৃদ্ধ হলে তাদের দেখা-শোনা করা, এমনকি তাদের মৃত্যুর পর শ্রায়-শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা করা। যদিও অন্যান্য মেয়েদেরও এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব থাকে। তবুও নকনা-নখ্রম এর উপরই সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত থাকে। বর্তমানে গারো সমাজে নখ্রম প্রচলন খুব কমই দেখা যায়। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই খ্রিস্টীয় রীতি-নীতিতে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয়। বর্তমান সময়ে ছেলে-মেয়েরা তাদের ইচ্ছামাফিক বা তাদের পছন্দ মতো যে কোন ছেলে বা ময়েকে বিয়ে করতে পারে। তবে, মায়ের পদবীধারী কোন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে গারো সমাজে কোনক্রমেই বিয়ে হতে পারে না বা বিয়ে চলে না। যেটা গারো সমাজে গারোরা সেটাকে মাদং অর্থাৎ মাকে বিয়ে করার সামিল বলে মনে করে। সেটা যে কোন মাহারীর মধ্যেই মেনে চলে ।

**মাতৃত্বের অধিকার:**

মা হলেন গারো সমাজের প্রধান মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড বললাম এই কারণেই যে, মা হলেন পরিবারের কর্ত্রী। ১৯৩৪-১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মিঃ আর ডব্লিউ বাস্তিন-এর পরিচালনায় গারো অঞ্চলে রিভাইস সার্ভে করা হয় এবং এই রিভাইস সার্ভেতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তাত্ত্বিক বিভাগের সহকারী পরিচালক মি:জে কে বোসের জরীপ মোতাবেক গারোদের ভূ-সম্পত্তি মহিলাদের নামে রেকর্ডভূক্ত করা হয়। এবং সেই ভূমি জরীপের রেকর্ড অনুসারেই আজোবধি মহিলাদের নামেই গারোদের ভূ-সম্পত্তি রেকর্ড হয়ে আসছে। তাই মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মহিলারাই ভূ-সম্পত্তির ওয়ারিশান হিসাবে রয়ে গেছে। মেয়ে সন্তানরাই একচ্ছত্র ভোগ-দখল করে আসছেন। এ ক্ষেত্রে ছেলে সন্তান মায়ের গর্ভে জন্ম নিলেও তাকে ওয়ারিশান হিসাবে গণ্য করা হয় না। তাকে খারিজা বলে গণ্য করা হয়। তবে, যে ক্ষেত্রে প্রতিটি সন্তানই নিজের গর্ভের, পরিবারের আপন জন- সেহেতু, ছেলে সন্তানদের কেউ

ভূ-সম্পত্তি ভোগ করার বা ওয়ারিশান হিসাবে গণ্য করা প্রতিটি মায়ের উচিৎ বলে মনে করি।

**মিমাংনা চিম্মা:**

গারো ভাষায় মিমাং শব্দটা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থে অপদেবতা, আরেক অর্থে মৃত মানুষ। পরলোকগত ব্যক্তির নামে যতক্ষণ শ্রায়-শান্তি-শ্রাদ্ধ না হয়; অর্থাৎ চল্লিশা না হয়- ততদিন মৃত ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করতে হলে নামের পরে মিমাংসাগি বলে সম্বোধন করা হয়। আর যতদিন মৃত ব্যক্তির নামে উক্ত কাজ না হয়, ততদিন কবরের এক কোণায় নিজেরা অন্ন গ্রহণ করার আগে খাবারের একটু ভাত, তরকারী অর্থাৎ ঘরে খাওয়ার জন্য যা কিছু পাকানো হয় তার অগ্রিমাংশ কবরের একপাশে চিম্মা বা উৎসর্গ করে থাকেন। এবং মিমাংয়ের জন্য চিম্মাটা মহিলারাই করে থাকেন। এটা গারোদের মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থেই করে থাকেন। তারপর সন্ধ্যায় কবরে বাতি জ্বালানো হয়। শ্রাদ্ধ বা চল্লিশার সময়ও প্রীতিভোজের জন্য পাকানো ভাত-তরকারীর অগ্রিমাংশ আর নিজস্ব কিছু পাতানো পঁচুই মদের রস মহিলাগণ আজিতে আজিতে অর্থাৎ বিলাপ গাঁথা গাইতে গাইতে ( বিভিন্ন দেব-দেবীর কাছে কান্নার সুরে বিলাপ গাইতে গাইতে) মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে চিম্মা করেন (উৎসর্গ করেন)। তারপর মহিলাগণ স্নান করে আসলে পর সামগ্রিকভাবে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর বিধবাকে বা বিপত্নীককে চাপ্পা করবে কিনা অর্থাৎ দ্বিতীয় স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ করবে কিনা-এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর যদি বিধবা বা বিপত্নীক পুরুষ দ্বিতীয় বিয়েতে রাজি না থাকে, তাহলে এভাবেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ বিপত্নীককে তার মানকদের কাছে অর্থাৎ মা-বোনদের কাছে স্ব-সম্মানে তুলে দেয়া হয়। কারণ, স্ত্রীর মৃত্যুতে স্ত্রীর উপর তার যে ভালবাসা ছিল, দায়িত্ব ছিল, পরিবারের আপনজন ছিল; তা ওয়াফেশ হয়ে যায়।

**বর্তমান প্রজন্মে মায়ের ভূমিকা:**

খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে প্রবেশের পরই গারো মাতৃ তান্ত্রিক সমাজের কতকগুলো রীতি-নীতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন- আগেকার দিনে গারোরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ উদ্‌যাপন করত। এখন আর গারোদের মধ্যে সেই পূজা-পার্বণ নেই। খ্রিস্টান হওয়ার পর আদি ধর্মের ব্যবহার বা চর্চা নেই। তবে যাদু-মন্ত্র ব্যবহার করেন যারা; তারা তাদের মানতি বিষয়-বস্তু দেবতার নামে উৎসর্গ করে থাকেন।

গারো সমাজে মা-ই পরিবারের আসল খুঁটি। পরিবারের মূল খুঁটি হিসাবে পরিবারের ভাল-মন্দ, আয়-উন্নতি, ছেলে-মেয়েদের গঠন-পাঠন তাদেরই উপর বর্তায়। হয়ত এ ব্যাপারে কারোর না কারোর দ্বি-মত থাকতে পারে। থাকাটাই স্বাভাবিক, তবে যে ক্ষেত্রে গারো ছেলেদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ভূ-সম্পত্তির কোন অধিকার নেই বা ওয়ারিশান নয়, সে ক্ষেত্রে, পুরুষদের অবস্থান কোথায়? আমি বলব, 'ছেলে সন্তানরা যখন শ্বশুর বাড়ীতে জামাই যান, সেহেতু, স্ত্রীর প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ নিয়েই তাকে ঘর-সংসার করতে হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার সেই মাংনক বাড়ীতে ফিরে আসা, সেটা কেমন যেন বর্তমান সভ্য গারো সমাজে বেমানান। সাধারণ গেঁয়ো বাংলায় যাকে বলা যায়-কাঁচির আছার। কথাটা যদিও বেমানান তথাপি সেটা গারো ছেলেদের বেলায় প্রযোজ্য। যার জন্য গারো ছেলেরা মা-বাবার বাড়ীতে থাকতে কর্ম বিমূখ হয়ে থাকেন, আত্মশ্লাঘায় বা মানসিক হীনমন্যতায় ভোগেন।

গারোরা সাধারণতঃ গারো ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে গারো ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করেন। নিজেদের সন্তানদের বাংলা ভাষায় কথা বলতে প্ররোচিত করে থাকেন। আবার এমন শিক্ষিত পরিবারকে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা কোনভাবেই গারোত্বকে প্রকাশ করতে চান না। এক্ষেত্রে আমি বলব, নিজস্ব ভাষা বা সংস্কৃতি রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই। তাই প্রথমেই মাতৃভাষা শেখা, ব্যবহার করা এবং সন্তানদের এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা প্রতিটি মায়েরই পবিত্র দায়িত্ব।

**ধর্মীয় বিশ্বাস:**

আদিকাল থেকে মানুষ ধর্মকে আত্মস্থঃ করেছে আপন আপ্তজ্ঞানে। আদম হবাকে সৃষ্টি করে ঈশ্বরও প্রত্যক্ষভাবে তাদের সাথে কথা-বার্তা বলেছেন। সেই ঈশ্বরকে জানা বা সৃষ্টিকর্তার উপর লব্ধ জ্ঞানই ধর্ম। মনীষী ফেজারের মতে, মানুষের চেয়ে উচ্চতর শক্তিতে বিশ্বাস এবং সেই শক্তির প্রতি আনুগত্য। যদিওবা আদম ও হবার অন্তরে তখনও বিশ্বাসের চেতনার উন্মেষ ঘটেনি। কারণ, ঈশ্বর নিজে তাঁদের মাঝে বিচরণ করতেন এবং তাঁদের দেখা-শোনা করতেন। বিশ্বাসটা তখনই রোপিত হয় যখন আব্রাহামের জীবদ্দশায় বৃদ্ধা স্ত্রী সারার গর্ভে সন্তান লাভ করেন। তার জনই আমাদের খ্রিস্ট মণ্ডলীতে আব্রাহামকে বিশ্বাসীদের পিতা বলা হয়। সে যাই হোক, আমাদের গারো জাতির মধ্যে ঐশ্ব বিশ্বাসের সাথে সাথেই খ্রিস্ট বিশ্বাসের সূচনা হয় ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীতে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি। ঐ দিন গৌহাটির সুমেশ্বর ঘাটে ওমেদ ও তার ভাগ্নে রামখে মোমিনের অবগাহনের মধ্য দিয়ে। আর ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মধ্যে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৯ মার্চ ২১ জন গারোর দীক্ষা স্নানের মাধ্যমে ( বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী- লেখক-যেরোম ডি'কস্তা।) সেই বিশ্বাসের সূত্র ধরেই পরম্পরাগতভাবে আজ গারো জাতি শতকরা ৯৯% ভাগ খ্রিস্টান। খ্রিস্টবিশ্বাসী নারী হিসাবে আমাদের গারো সমাজের নারীদেরও পরিবারকে এদেন বাগানের মতো আধ্যাত্মিক জগতের এদেন বাগান করে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। আদি এদেন বাগানে আদম আর হবাকে যে সুখশান্তির মধ্যে রেখেছিলেন, সেই আদলে আমাদের সমাজের প্রত্যেক দম্পত্তির যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে ক্ষেত্রে পরিবারকে ঈশ্বর মানব সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করেছেন, সেইহেতু, নারীর কারণে যেন সংসার বা পরিবার কোনভাবে নষ্ট না হয় বা ধ্বংস না হয়; সেদিকে একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসাবে সকলের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সেই আদিকালে হবার লোলুভ মনোবাঞ্ছার কারণে এদেন বাগান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ঠিক তেমনি আমাদের নারী সমাজের লোলুভ কামনা-বাসনার কারণে যেন পরিবার বা সংসার ধ্বংস না হয়।

বর্তমান সময়ে আমরা দেখি শহর কেন্দ্রিক জীবন-যাপন। ফলে আমাদের মন-মানসিকতাও শহরের অট্টালিকার মতো চার দেয়ালে সীমাবদ্ধ। চাকুরী জীবনের কঠিন বাস্তবতায় নিজেকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বেশীর ভাগ মহিলারা শহরের বিউটিপার্লারে, দেশী-বিদেশী বাসা-বাড়ীতে কাজ করছেন। তাই শিশু সন্তানদের ভরণ-পোষণ, দেখা-শোনা করা, সেবা-যত্ন করা, বেশীর ভাগ মহিলা কর্মী নতুবা গ্রামের বাড়িতে নানা-নানী, দাদা-দাদীর হাতে অর্পিত হচ্ছে। তাই, সন্তানের সাথে মায়ের দুরত্ব, হৃদ্যতা, ভালবাসার সর্ম্পকগুলো ঠুনকো হয়ে পড়ছে। যার কারণে, সন্তানদের জীবন ছন্নছাড়া, আত্ম-প্রেমী, অন্তরমূখী হয়ে গড়ে উঠছে। যদিও লেখা-পড়ায় উন্নতি হচ্ছে কিন্তু আসল মানুষ হিসাবে গড়ে উঠছে না। যদিও কথাটা সবার বেলায় প্রযোজ্য নয়। পরিশেষে, কোন ছেলে কিংবা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যায় যে, তাদের পরিবারের মা-বাবা কোথায় থাকেন? তাদের মুখ থেকে উত্তর আসে- শহরে বা বন্দরে। অনেক সময় বাড়িতে আসেন না, বাড়ির খবর নেন না, খোঁজ নেই ইত্যাদি। কখন আসেন বাড়িতে? প্রশ্ন করা হলে - উত্তর আসে- বড়দিনে অথবা পুনরুত্থানে বা ছোটদিনে। ছুটি শেষে আবার শহরে চলে যান। জীবন ও জীবিকার ধাণ্ডায় সবাই ব্যস্ত, আর্থিক সংগতি পাওয়ার জন্য সকলে সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে কিন্তু পরিবারের সন্তানদের দিকে, গ্রামের দিকে তাকানোর কোন ফুরসত তাদের নেই। আর তার ফল কি? ছেলে-মেয়েরা সঠিক গঠন পাচ্ছে না, সামাজিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, পারিবারিক মূল্যবোধগুলো তাদের কাছে একপেশে, নীরস, পানসে বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। এইসব মূল্যবোধগুলো তাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলব যে, গারো সমাজে নারীর অবস্থান বা অবস্থিতি অধিকার সূত্রে বদ্ধমূল, সেই ক্ষেত্রে, ধর্মীয় বা খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের চেতনার দিক দিয়ে নিজ পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্ব সব মায়েদেরই উপর বর্তায় কি? কারণ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা তাদের, গারো আইনও তাদের অনুকূলেই। পুরুষ শুধু তাদের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে মাত্র। কারণ, সে যে ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী, তাতে যে সেই-ই তার একমাত্র বিশ্বস্তজন! এবং সেটা আমরা দেখি-বিবাহের সময়, পারস্পারিক সম্মতি, প্রতিজ্ঞা, আজীবন বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার নামায়। আর এই অঙ্গীকারই পারে আমাদের পারিবারিক জীবনকে রক্ষা করতে, স্থায়ী শান্তির একমাত্র নীড় করে গড়ে তুলতে॥

# হিংসুটে প্রজাপতি

আবন্তিকা মন্ডল

চিংড়িপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামে ছিল একটি প্রজাপতি। তার নাম ছিল গিরিশা। সে সুন্দর বলে কারও সাথে ভালো ভাবে কথা বলতো না। একদিন একটি বয়স্ক জবাফুল বলল, "গিরিশা আমাকে লাঠিটা এনে দিবে?" গিরিশা বলল, "আপনার লাঠি আমি কেন এনে দিব?" আপনি উঠিয়ে নিন, আমাকে কেন বলছেন? বয়স্ক জবা ফুলটি অনেক কষ্ট পেল। তার বন্ধুরা এসব ঘটনা দেখে অনেক কষ্ট পেল। কারণ বয়স্ক জবা ফুলটি ছিল তাদের সবার দাদি। সে অনেক ভালো ছিল। গিরিশার বন্ধুরা বলল, "দাদি আমরা গিরিশার সাথে কথা বলব"। আর তোমাকে সাহায্য করব। তুমি কোন চিন্তা করো না। দাদি বলল ঠিক আছে। একদিন হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ করল এবং বৃষ্টি এলো। গিরিশা তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। বৃষ্টির কারণে গিরিশার পাখা ভিজে গেল এবং সে পড়ে গেল। সে উঠতে পারছিল না। তখন সে তার বন্ধুদের ডাকল। কিন্তু বন্ধুরা এলো না। পরে গিরিশা তার নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং তার বন্ধুদের কাছে ও বয়স্ক জবাফুলের কাছে ক্ষমা চাইল। বয়স্ক জবা ফুল ও বন্ধুরা তাকে ক্ষমা করে দিল।

**শিক্ষা: আত্ম-অহংকারে ছোট পাপে বড় শাস্তি।**

# আমার পরিবারের বর্ণমালা

**অবন্তিতা মন্ডল**

'অ' তে অবন্তি
'আ' তে আবৃত্তি
আমরা বাস্তবে দু'বোন।
'শ' তে শান্ত
আমার বাবার নাম শান্ত
শান্ত থেকে শান্তি।
'প' তে পাখি
আমার মার নাম পাখি
আকাশে উড়া পাখি।
'ল' তে হয় লিমন
লিমন থেকে হয় লেমন
লেমন অর্থ লেবু।
'ল' তে হয় লিজা
আমার মাম্মির নাম লিজা
লিজার আরেক নাম লিজার্ড
লিজার্ড অর্থ টিকটিকি।
এই আমার পরিবার॥

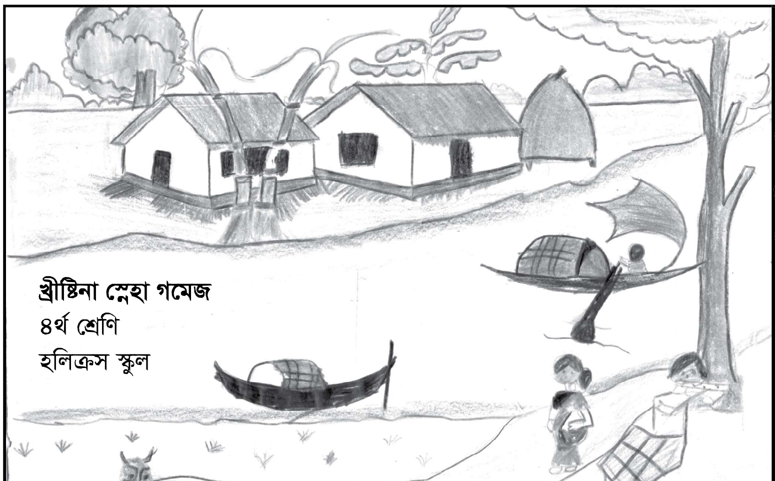

খ্রীষ্টিনা স্নেহ গমেজ
৪র্থ শ্রেণি
হলিক্রস স্কুল

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

# বেঁচে আছি সভ্যতার সৌন্দর্যলোকে

**যিশু বাউল**

সত্য-সুন্দরের মাঝে
বেঁচে থাকার আনন্দ গানে,
পথ চলি প্রতিদিনের জীবনে
স্রষ্টা-সৃষ্টির অপূর্ব রহস্য ধ্যানে।

বিশাল-বিপুল ধরা তলে
বিস্তীর্ণ মাঠের দিগন্ত রেখাতে
সাদা-কালো আলোক রশ্মিতে
খেলা করে; সৌন্দর্যের বর্ণচ্ছাটায়।

পথিকের বেশে; অন্বেষী মনে
খুঁজি-ফিরি; দিগন্ত রেখার পথ ধরে
স্রষ্টার উপস্থিতির লক্ষ্যে
হৃদয়-মন; বন-বাদর সকল স্থানে।

বলা-না বলা কথার মাঝে
গাওয়া না গাওয়ার সংগীতের সুরে
চাওয়া-না চাওয়ার চাহিদা মাঝে
বেঁচে আছি-বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে।

সৃষ্টি-থেকে ধ্বংসের সীমা রেখাতে
জীবনের আলপনা বিচিত্রভাবে
বেঁচে আছি সভ্যতার সৌন্দর্য্য লোকে
আমি পথিক হাঁটি বর্ণিল জীবনের সর্বক্ষণে।

# সদাপ্রভুর আমরা স্তব করি

**খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন**

সদাপ্রভুর আমরা স্তব করি;
ঈশ্বর তিনি চির মঙ্গলময়,
সকলের কণ্ঠে এক সুর ধরি;
জয় হোক! জয়! ঈশ্বরের জয়!

যিশুখ্রিস্ট তিনি চির প্রেমময়,
জয় হোক! জয়! খ্রিস্টেরই জয়!
জয় হোক! জয়! ঈশ্বরের জয়!

পবিত্রাত্মা তিনি চির প্রেমময়,
জয় হোক! জয়! আত্মারই জয়!
জয় হোক! জয়! ঈশ্বরের জয়!

# মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

## তিন (৩) বছর মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি)

## ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-আবাসিক

অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ হতে মট্‌স-এ তিন (৩) বছর মেয়াদী (ব্যাচ-৪৭) কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হবে। নিম্ন বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে আগামী ২০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৭ নং অনুচ্ছেদে লিখিত ঠিকানায় দরখস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে ।

**১। প্রার্থীদের যোগ্যতা:**

- **(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা** : **এসএসসি উত্তীর্ণ/ ২০২২ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীগণ**
- **(খ) বৈবাহিক অবস্থা** : অবিবাহিত
- **(গ) বয়স সীমা** : ১ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫ থেকে ২০ বছর
- **(ঘ) আর্থিক অবস্থা** : অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের গ্রামীণ মেধাবী যুব
- **(ঙ) অগ্রাধিকার** : আদিবাসী, মেয়ে ও কারিতাসের সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/পোষ্য

**২। প্রশিক্ষণ বিষয়:**

- **(ক) অটোমোবাইল** : অটোমোবাইল এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল ইত্যাদি কাজে প্রশিক্ষণ
- **(খ) মেশিনিষ্ট** : লেদ, মিলিং, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং ও অন্যান্য মেশিনে যন্ত্রাংশ তৈরী, মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়েল্ডিং ও সীট মেটাল, ইলেকট্রিক্যাল, ইত্যাদি কাজে প্রশিক্ষণ

**৩। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:**

- **(ক) ১ম ও ২য় বর্ষ** : কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় প্রস্তুতকৃত গাইড লাইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।
- **(খ) ৩য় বর্ষ** : মট্‌স এর উৎপাদন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও তাত্ত্বিক লেখাপড়ার পুনরালোচনা।

**৪। বাছাই পদ্ধতি:**

(ক) উপরোক্ত যোগ্যতা সাপেক্ষে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাভিত্তিক বাছাই করা হবে

**৫। প্রশিক্ষণ শর্তাবলী আবাসিক:**

(ক) প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে থাকতে হবে।
(খ) প্রতিষ্ঠানের নিয়ম শৃংখলা মেনে চলতে হবে।
(গ) নিয়ম শৃংখলা পরিপন্থী অথবা যে কোন কারণে প্রশিক্ষণ ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের হিসাব সাপেক্ষে সমস্ত খরচ প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে হবে।
(ঘ) মট্‌স এ থাকা-খাওয়া ও প্রশিক্ষণ মোট খরচের ৭০% মট্‌স এবং ৩০% টাকা প্রশিক্ষণার্থী বহন করবে।
(ঙ) ভর্তিকালীন ভর্তি ফি ও মেডিক্যাল চেকআপসহ ৮,০০০/- টাকা এবং জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের থাকা-খাওয়া ও টিউশন ফি বাবদ ২,৫০০/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা নগদ জমা দিতে হবে।
(চ) মট্‌স এ থাকা-খাওয়া বাবদ মাসিক ৫,০০০/- এবং প্রশিক্ষণ ফি বাবদ মাসিক ৩,৫০০/- মোট ৮,৫০০/- টাকার ৩০% অর্থাৎ ২,৫০০/- প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে নগদ জমা দিতে হবে।
(ছ) নির্বাচিত এসএসসি **উত্তীর্ণ** প্রার্থীদের ভর্তির সময় মূল মার্কসশীট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশিক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা রাখতে হবে।
(জ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের মট্‌স এর সনদপত্র দেয়া হবে এবং চাকুরীর ব্যাপারে সহায়তা করা হবে।

**৬। দরখস্ত করার নিয়ম:**

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখস্ত দিতে হবে।
(খ) দুই কপি সদ্য তোলা রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে।
(গ) এসএসসি **উত্তীর্ণ/** পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধান কর্তৃক সত্যায়িত এসএসসি মার্কসশীট/ প্রবেশপত্র এবং প্রশংসাপত্রের কপি দিতে হবে।
(ঘ) জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি দিতে হবে।

**৭। কোন এলাকার প্রার্থী কোন আঞ্চলিক অফিসে দরখস্ত জমা দিবে তার ঠিকানা সমূহ:**

| এলাকার নাম | কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা | এলাকার নাম | কারিতাস আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল<br>১/সি -১/ডি, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬ | কারিতাস বরিশাল অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস বরিশাল অঞ্চল<br>সাগরদী, বরিশাল - ৮২০০ |
| কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল<br>১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড,<br>ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ-২২০০ | কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল<br>মহিষবাথান, পোঃ বক্স-১৯,<br>রাজশাহী - ৬০০০ |
| কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল<br>১/ই বায়েজিদ বোস্তামী রোড,<br>(মিমি সুপার মার্কেটের পিছনে) পূর্ব নাসিরাবাদ<br>পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম | কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল<br>পশ্চিম শিবরামপুর, : পোঃ বক্স নং-০৮<br>দিনাজপুর - ৫২০০ |
| কারিতাস খুলনা অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস খুলনা অঞ্চল<br>রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা - ৯১০০ | কারিতাস সিলেট অঞ্চলের জেলাসমূহ | আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চল<br>সুরমাগেট, খাদিমনগর, সিলেট - ৩১০৩ |

**বি: দ্রঃ সীমিত সংখ্যক আসনে তিন (৩) বছর মেয়াদী এল.টি.এম.সি কোর্সে মাসিক ৩,৫০০ টাকা কোর্স ফি প্রদান সাপেক্ষে অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। ২, ৩, ৪ এবং ৬ নম্বর নিয়মাবলী অনাবাসিক প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।**

**যোগাযোগ:**

| | |
|---|---|
| পরিচালক<br>মট্‌স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি<br>১/সি-১/এ, পল্লবী, মিরপুর - ১২, ঢাকা-১২১৬<br>E-mail: general@mawts.org | প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা<br>মোবাইল : ০১৭১৬৫৯৪৮০৭, ০১৭২১২৭৫৭১৭<br>E-mail: mte@mawts.org ,<br>Website: www.mawts.org |

**মটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি কারিগরি প্রশিক্ষণের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান**

বিজ্ঞ/২৬৫/২২

# URGENT EMPLOYMENT NOTICE

Caritas Bangladesh is inviting applications from the eligible candidates (men and women) for an immediate appointment as well as to prepare a panel list for the position of **Head of Education and Child Development (ECD)** for its Central Office in Dhaka. The details of the position including job responsibilities, educational qualification and other qualities /competency required for the above position are given below for your information:

**1. Position : Head of Education and Child Development (ECD)**

**2. Age : 30 - 45 years (as on 31.07.2022) may be relaxed for the highly experienced candidate.**

**3. Job Location : Central Office, Dhaka**

**4. Salary Range : Tk. 80,000/- — 100,000/- (consolidated) per month during probationary period depending on the experience and qualifications.**

**5. Bonus : As per policy of the organization**

**6. Job Nature :Regular**

**Education, Experience, Knowledge, Skills and Abilities Requirements**

- The candidate must have a Master's degree in any discipline from any recognized/reputed university.
- Minimum 8 years' relevant experience including minimum 3 years' experience at managerial level (Education and Child Development Sector) in the similar job in any reputed NGO/INGOs.
- A good understanding of Safeguarding, Child Protection and PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse).
- MEAL skills and experience.
- Ability to contribute to the development of technical proposals on Education and Child Development.
- Must have knowledge in MS Windows and MS Office packages (Excel, Word, Power Point), web conferencing applications, and information management systems.
- Strong relationship management skills and the ability to work effectively with stakeholders at all levels.
- Strong representation abilities and facilitation skills and strong written and oral command in English/Bangla is required.
- Proactive, creative, results-oriented, service-oriented, self-driven and positive to work in a team.
- Must be willing and able to travel up to the Regional/Project/Field Offices of CB as per need of the project activities. Travel in these areas can be physically demanding.

**Role and Responsibilities:**

- Responsible for implementation/operation and management of programs/projects of the Education and Child Development section/cluster.
- Develop concept note and formulate new projects/programs according to the Five Years' Plan and Strategic Plan of Caritas through searching and participating in the "Call for Proposal' and other available funding opportunities.
- Prepare project budget and FD-6 in consultation with Regional Offices, Accounts Section and Director (Programs).
- Provide leadership, guidance and technical supports to the staff of Education and Child Development section/cluster for proper implementation of the project activities complying with Govt. and Donor's Policies/Guidelines including Caritas Policies and Guidelines.
- Ensure timely qualitative reporting to the donor as per Donors' requirement or 'Deed of Agreement' and prepare report for government bodies, governing bodies of Caritas and Caritas Annual Report.
- Facilitate/initiate base line survey, mid-term review, impact study, evaluation, research, when necessary.
- Facilitate monitoring/ control of budget utilization of the Education and Child Development projects.

If you feel you are the right person for the above position, you are invited to apply with a complete CV with the names of two referees (not relative) from present and previous employer, two passport size photographs and copies of all educational and experience certificates including National ID to: Head of HR, Caritas Bangladesh, 2, Outer Circular Road, Shantibagh, Dhaka-1217 by **30/09/2022. Please note that the candidate who applied earlier for this position following the employment notice which was published in the bdjobs.com on 04/08/2022 is not required to apply.**

Selected candidate for the position of Head of Education and Child Development (ECD) will be appointed initially on probation for a period of six months. Upon successful completion of the probationary period, appointment may be confirmed according to the existing pay scale and service rules of the Organization. After confirmation, long term benefits, such as provident fund, gratuity, insurance, health care and compensation scheme will be applicable.

The candidates who are presently work under Caritas Bangladesh and have the required qualification should apply through proper channel with approval of the Project/Regional/Central Management.

Only short-listed candidates will be called for written test and Interview. Incomplete applications will not be considered, and the organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. **Applicants are requested to visit www.caritasbd.org/ or Facebook: https://www.facebook.com/Caritasbangladesh2016 to know about Caritas and details of the position.**

**ANY KIND OF PERSONAL CONTACT AND OR PERSUASION WILL BE TREATED AS THE DISQUALIFICATION OF THE CANDIDATE**

Caritas Bangladesh (CB) is committed to recognize the personal dignity and rights of all people we work, especially vulnerable groups regardless of gender, race, culture and disability and conduct its programs and operations in a manner that is safe for the children, young people and vulnerable adults it serves. Caritas Bangladesh has zero tolerance towards incidents of violence or abuse against children or adults, including sexual exploitation or abuse, committed either by employees or other affiliates with our work. **To this aim, we follow recruitment practices according to our safeguarding policies.**

**Caritas is an equal opportunity employer.**

বিজ্ঞ/২৬১/২২

## বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

# মারীয়ার মতো যুবারাও ত্বরিৎ গতিতে অন্যদের কাছে ছুটে যাবে বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে পোপ মহোদয়ের বাণী

**ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু**

২০২২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিজবনে অনুষ্ঠিতব্য ৩৭তম বিশ্ব যুব দিবস উপলক্ষে তার তৃতীয় বাণী প্রকাশ করেছেন গত ১২ সেপ্টেম্বর। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পানামায় হয়ে যাওয়া বিশ্ব যুব দিবসের মূলসুর- 'আমি প্রভুর দাসী, তোমার বাক্য অনুসারে আমার গতি হোক' - স্মরণ করেন পুণ্যপিতা। ঐ ঘটনার পর ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বানে প্রজ্বলিত হৃদয় নিয়ে আমাদের নতুন গন্তব্য স্থান লিসবোর্ণ ২০২৩। বিগত কয়েক বছরের বাণীতে আমরা অসংখ্য বিষয় নিয়ে অনুধ্যান রাখছি ঠিকই কিন্তু মূল বিষয়টি হলো 'জেগে ওঠো'। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, এটি আমাদেরকে যেমনি ঘুম থেকে জেগে ওঠতে বলে তেমনি আমাদের চারিপাশের জীবনকেও জেগে ওঠতে বলে। পোপ ফ্রান্সিস উল্লেখ করেন, মহামারী ও যুদ্ধের এই সমস্যাসংকূল সময়ে মা মারীয়া আমাদের সকলকে কিন্তু বিশেষভাবে তোমাদের; যুবকদেরকে কাছাকাছি থাকার ও পারস্পরিক সাক্ষাৎ করার পথ দেখাচ্ছে। পুণ্যপিতা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন যে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে লিসবনে বিশ্ব যুব দিবসে অনেক যুবকের যে অভিজ্ঞতা হবে তা তাদের জন্য নতুন সূচনার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং সার্বিকভাবে মানবজাতির জন্যও তা প্রযোজ্য হবে। লিসবনে ২০২৩ এর বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপন কোভিডের কারণে বছরব্যাপী স্থগিত ছিল।

পুণ্যপিতা উল্লেখ করেন যে, দূত সংবাদের পর মারীয়া নিজের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারতেন কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখলেন। মারীয়া ওঠে দাঁড়ালেন এবং বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কেননা মারীয়া বিশ্বাস করতেন, ঐশ পরিকল্পনায়ই তাঁর জন্য সর্বোত্তম। মারীয়া ঈশ্বরের মন্দির হয়ে ওঠেছিলেন, হয়ে ওঠেছিলেন তীর্থযাত্রী মণ্ডলীর প্রতিকৃতি, যে মণ্ডলী সেবা করতে বেরিয়ে পড়ে এবং সকলের কাছে মঙ্গলবার্তা নিয়ে যায়। পুনরুত্থানের ঘটনা বর্ণণায় আমরা প্রায়শই 'জেগে ওঠা' ও 'ওঠা' শব্দ দু'টি পাই।

প্রভুর মা মারীয়া হচ্ছেন চলার পথে যুবকদের আদর্শ যিনি নিজেকে নিয়ে চিন্তায় মগ্ন না থেকে, আয়নার সামনে সময় না কাটিয়ে বাইরের দিকেই বেশি মনোযোগ দেন। তাই মারীয়া তৎক্ষণাৎ পার্বত্য অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চললেন তাঁর জ্ঞাতিবোনকে সাহায্য করতে। পোপ মহোদয় ব্যাখ্যা করে বলেন, মারীয়ার এই তৎপরতা সেবা করার আকাঙ্খার প্রতীক গণ্য হতে পারে। প্রিয় যুবকেরা, যখন তোমরা বাস্তবধর্মী ও জরুরী প্রয়োজনের মুখোমুখি হও তখন তোমরা কতটা তৎপর হও কাজ করার জন্য, কি ধরণের তাৎক্ষণিকতা তোমাদের রয়েছে? ইতিবাচক তাৎক্ষণিকতা আমাদেরকে নিজেদের গণ্ডির বাইরে ও অন্যদের দিকে চালিত করে। যুবকদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পোপ মহোদয় বলেন, এখনই সময় যারা তোমাদের থেকে ভিন্নধর্মী তাদের কাছে যাবার, সাক্ষাৎ ও গ্রহণ করার। যারা লিসবনে যুব দিবসে অংশ নেবার পরিকল্পনা করছে তাদের কাছে প্রত্যাশা করেন যে, তারা যেন ঈশ্বরের ও পরস্পরের সাক্ষাত পেয়ে আনন্দপূর্ণ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হতে পারে। দীর্ঘদিনে সামাজিক দুরত্বে থেকে ঈশ্বরের সহায়তায় লিসবনে প্রজন্মের ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আলিঙ্গণ, পুনর্মিলন ও শান্তির আলিঙ্গণ এবং নতুন

## "পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

**তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?**

তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?

তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

**যদি তুমি হ্যাঁ বল...... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।**

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সংঘের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও **"এসো দেখে যাও"**এর প্রোগ্রামের দিন ও তারিখ নির্ধারণ করেছেন **১৮ অক্টোবর হতে ১২ নভেম্বর ২০২২** পর্যন্ত। **"এসো দেখে যাও"** অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা এবং সিলেট ধর্মপ্রদেশের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়ায় লক্ষীপুর মিশনে। যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

**সময়: ১৮ অক্টোবর হতে ১২ নভেম্বর ২০২২ (ঢাকা ও সিলেট)**
**আগমন: ১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার, বিকাল ৬ টার মধ্যে**
**স্থান: অবলেট সেমিনারী, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭**

**প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা**

| | | |
|---|---|---|
| **আহ্বান পরিচালক**<br>**ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই**<br>মোবাইল: ০১৭১৫-২৪৪৭৯৬<br>০১৭৪২-২৪৯২৪২ | **ফাদার রকি কস্তা ওএমআই**<br>পরিচালক (অবলেট সেমিনারী)<br>মোবাইল: ০১৭১৫-৪৩৭৭৭৭<br>**ফাদার সুবাস কস্তা ওএমআই**<br>মোবাইল: ০১৮২২৮৬৭৬৮৬ | **ফাদার সুবাস গমেজ ওএমআই**<br>সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট<br>মোবাইল: ০১৭১৬-৫৮৬৪১৪<br>**ফাদার দিলীপ সরকার ওএমআই**<br>মোবাইল: ০১৭১১-৯২০০০৪ |

বিজ্ঞ/২৬৭/২২

# ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন জপমালা রাণী ধর্মপল্লী, হাসনাবাদ

**ফাদার বিশ্বজিৎ বার্ণার্ড বর্মন ও ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও** ■ গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পবিত্র জপমালা রাণী ধর্মপল্লী, হাসনাবাদে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

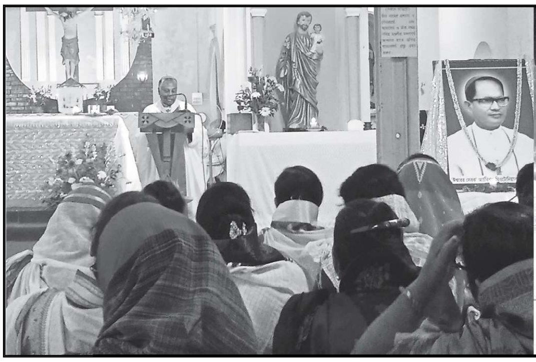

হাসনাবাদে খ্রিস্টযাগে উপদেশরত আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ

রমনা ক্যাথিড্রালে অবস্থিত ঈশ্বরের সেবক টিএ গাঙ্গুলীর কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ ৫ দিনব্যাপী বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রার্থনা অনুষ্ঠানে বহু সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকটি প্রার্থনা অনুষ্ঠানে ফাদার আবেল বি রোজারিও ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সহভাগিতা করেন। ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। উপদেশে আর্চবিশপ ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলীর জীবনাদর্শ তুলে ধরেন। তিনি বলেন; 'ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী তার জীবন দিয়ে আমাদের সামনে যে আদর্শ রেখে গেছেন এখন আমাদের প্রয়োজন সেই আদর্শ আমাদের জীবনে ধরে রাখা এবং এই মহান ব্যক্তির গুণাবলিগুলি আমাদের জীবনে অনুশীলন করা। আমাদের আরো বেশি বেশি প্রার্থনা করতে হবে যেন ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি সাধু হিসাবে ঘোষিত হন'। এই দিনে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বাড়িতে জপমালা প্রার্থনা করা হয়। এরপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ। পবিত্র খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয়সহ আঠারোগ্রাম আঞ্চলের ৯ জন পুরোহিত, কয়েকজন ব্রাদার-সিস্টার এবং বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও ঢাকা থেকেও অনেক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীকে ধন্যশ্রেণীভুক্ত করণে ও তার মাধ্যমে অনুগ্রহ লাভের প্রার্থনাটি একত্রে করেন।

২ সেপ্টেম্বর ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকীর দিন রমনা সেন্ট মেরীজ ক্যাথিড্রালে বিশেষ প্রার্থনা, খ্রিস্টযাগ ও কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে যথার্থ মর্যাদায় পালিত হয় তাঁর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। রমনা সেমিনারীয়ানদের পরিচালনায় প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পর ফাদার আদম ও এস. পেরেরা আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই পৌরহিত্য ও সহভাগিতা করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যাজক, ব্রতধারিণী ও খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতি অনেকদিন পর চোখে পড়ার মত। খ্রিস্টযাগের পরে কবরভূমি আশীর্বাদ ও কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জ্ঞাপন করা হয়। অনেক মানুষকে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ফেইসবুক পেইজে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে৷

# বেথানী ধ্যান আশ্রমের উদ্বোধন

**পলিন ফ্রান্সিস** ■ ২৭ শে জুন, রোজ শনিবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, বেথানী ধ্যান আশ্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই বেথানী ধ্যান আশ্রম প্রার্থনালয় সহ একটি আবাস গৃহ -কন্সিক্রেটেড ভার্জিনদের জন্য। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। প্রথমে গৃহ প্রবেশ প্রার্থনা করে তিনি ফলক উন্মোচন, ফিতা কেটে আশ্রমে প্রবেশ, বেথানী আইকনে প্রদীপ প্রজ্বলন, জল আশীর্বাদ, পুরো বাড়িতে পবিত্র জল সিঞ্চন,

*বেথানী ধ্যান আশ্রম উদ্বোধন করছেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, আঠারোগ্রাম দেওতলা*

প্রবেশ দ্বারে ও চ্যাপেলের দেয়ালে পবিত্র তৈল লেপন করার মধ্যদিয়ে আশীর্বাদ অনুষ্ঠান শেষ করার পর পরই পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু করেন। মহামান্য আর্চবিশপ বলেন, এখানে প্রার্থনার সাথে সাথে নির্জন ধ্যান, আরাধনা, পরামর্শ দান, আধ্যাত্মিক পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় গুলিও চলমান থাকবে। সবার জন্য এটা হবে একটা লাইট হাউজ। তিনি আশ্রম তৈরীর উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে মিস ডোরা ডি রোজারিওর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার প্রশংসা করেন। খ্রিস্টযাগের পর পরই বাবলু ফেলিক্স রোজারিওর সঞ্চালনায় সম্মানিত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ বেথানী ধ্যান আশ্রমকে কেন্দ্র করে শুভেচ্ছা বাণী রাখেন। ফাদার অমল বলেন বেথানী ধ্যান আশ্রম শুধু পাদ্রিকান্দা নয়, গোল্লা, আঠারোগ্রাম তথা ঢাকা আর্চডায়োসিসের জন্য একটা মাইল ফলক। শ্রদ্ধেয় ফাদার আবেল বলেন ক্যারিজম্যাটিক প্রার্থনার পুনঃজাগরণ হবে। ফাদার স্ট্যানলী, ব্রাদার বিনয় তাদের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি সিস্টার আশা ভার্জিনিয়া গমেজ আরএনডিএম, প্রিন্সিপ্যাল, গ্রীণ হেরাল্ড ইন্টঃ স্কুল, আর্চবিশপের অবদানের কথা উল্লেখ করে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে ডোরা ডি' রোজারিও কনসিক্রেটেড ভার্জিনদের এনিমেটর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার পিছনে নানা ভাবে যারা সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান॥

## মৌশাইর ধর্মপল্লীতে যুব দিবস উদ্‌যাপন

*ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি'র সাথে মৌশাইর ধর্মপল্লীর যুবক-যুবতীগণ*

**তন্ময় গমেজ** □ ১২ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবারে মৌশাইর ধর্মপল্লীতে ৪০ জন যুবক-যুবতীদের নিয়ে যুব দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলকে স্বাগতম ও পরিচয় পর্ব পরিচালনা করেন ডন বস্কো যুব সংঘ, মৌশাইর এর সভাপতি তন্ময় গমেজ। পরবর্তীতে প্রথম সেশন পরিচালনা করেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি এবং দ্বিতীয় সেশন পরিচালনা করেন ব্রাদার জনি রুরাম এসডিবি। এরপর অনুষ্ঠিত হয় দলীয় আলোচনা; সেটি পরিচালনা করেন ধর্মপল্লীর ইয়ুথ কো-অর্ডিনেটর ব্রাদার ইগ্নেসিউস মারাক এসডিবি। দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সাধু জন বস্কো মুভি প্রদর্শন ইনডোর গেম ও লটারী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল যুবক যুবতীরা পরবর্তীতে মিশনের কাজে সকলে একত্রে করবে বলে অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন অংশে অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের শেষাংশে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেখানে ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। সবশেষে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে সারাদিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে॥

## পাহাড়তলীতে কোলকাতার সাধ্বী তেরেজার পর্বদিন পালন

সাধ্বী তেরেজার পর্ব পালনের একটি অংশ

**ফাদার রবার্ট গনসালভেছ** □ ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পাহাড়তলীতে সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্বদিন পালন করা হয়। উক্ত দিনের পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার রবার্ট গনসালভেছসহ ৫ জন এসভিডি ফাদারগণ। উপদেশে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত সাধ্বী মাদার তেরেজার জীবন আহ্বান ও দরিদ্রদের সেবা কাজের বিষয় সবার সাথে সহভাগিতা করেন ও মাদার তেরেজা সিস্টারদের উপস্থিতি, রোগীদের পরিচর্যা ও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে তাদের ত্যাগস্বীকার, প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের উত্তম সেবামূলক কাজের প্রশংসা করেন। পাহাড়তলী মাদার তেরেজা সম্প্রদায়ের সিস্টারগণ এ বৎসরে পর্ব দিনে ১০০ জন রিক্সা চালকদের নিমন্ত্রণ দিয়ে মাদার তেরেজার পর্ব দিনের অনুষ্ঠান করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি ডঃ দীপংকর সাধ্বী মাদার তেরেজার জীবনের কথা তুলে ধরেন। এরপর ফাদার রবার্ট গনসালভেছ এবং রিক্সাচালকদের পক্ষে একজন কথা বলেন। এরপর সিস্টার এগনেস সকলের উদ্দেশে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সম্মানের সাথে বক্তব্য প্রদান করেন। সর্বশেষে সকল রিক্সাচালকদের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেয়া হয়॥

## অভিভাবক সমাবেশ ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ২০২২

**ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন** □ বিগত ৯ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার মুক্তিদাতা হাই স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ পালন করা হয় এবং এরই সাথে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফাদার উইলিয়াম মূর্মু। অনুষ্ঠানের শুরুতে সহকারী শিক্ষিকা মনিকা বাড়ৈ শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। পরে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার অগ্রগতি সম্বন্ধে কথা বলেন। বক্তব্যের শেষে সরাসরি উন্মুক্ত আলোচায় হয়। উক্ত সমাবেশে ১৩০জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। অভিভাবকদের পক্ষে ১২ জন অভিভাবক ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা ও শিক্ষা ব্যবস্থা

উন্নয়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। স্কুলে একটি কম্পিউটার ল্যাব, সাইন্স ল্যাব ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ের দিকেও নজর দেওয়ার কথা বলা হয়। ফাদার উইলিয়াম মুর্মু এই অভিভাবক সমাবেশের জন্য ব্রাদার রঞ্জনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি অভিবাকদের প্রস্তাবে বলেন যে মুক্তিদাত স্কুলে অচিরেই রাজশাহীর ভালো মানের একটি স্কুলে রূপ নিবে এবং স্কুলের বিল্ডিং বৃদ্ধি সহ বাকি যে সহপাঠ কার্যক্রম, কম্পিউটার এবং সাইন্স ল্যাব প্রয়োজন তাও ব্যবস্থা করা হবে। এরপর সভার সভাপতি ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন অভিবাকদের উদ্দেশে বলেন, সকলে যেন নিজ নিজ সন্তানদের পরিবারেও যত্ন নেন ও তাদের যথেষ্ট পড়াশোনার ব্যবস্থা করান পাশে বসে। পরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ফলাফল দেয়ার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

## শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় নৃত্যশিল্পী শিপ্রা প্যারিসকে স্মরণ

শিপ্রা প্যারিসের ছবিতে মাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তার মেয়ে ও নির্মল রোজারিও

**সুমন কোড়াইয়া** ॥ গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করা হলো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্যশিল্পী শিপ্রা প্যারিসকে।

৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা ক্রেডিটের বিকে গুড হলে বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের অঙ্গসংগঠন 'বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখা আয়োজন করে এক স্মরণ সভা। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখার সভাপতি খ্রীষ্টফার পল্লব গমেজ, প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও, বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট পংকজ গিলবার্ট কস্তা, সেক্রেটারি ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া, খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু, সঙ্গীত শিল্পী অনিমা মুক্তি গমেজ, অকাল প্রয়াত শিপ্রা প্যারিসের বড় বোন মনিকা পিরিচ। প্রধান ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ সকলে শিপ্রা প্যারিসের জীবন ও কর্ম নিয়ে শ্রদ্ধার সাথে স্মৃতিচারণ করেন।

নির্মল রোজারিও তার বক্তব্যে শিপ্রার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানান এবং পরিবারের সদ্যদের জানান গভীর সমবেদনা এবং শিপ্রা প্যারিসের বিভিন্ন অর্জনের কথা তুলে ধরেন। শিপ্রা প্যারিশ ২৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেন দীপ্ত নৃত্যকলা একাডেমী। পরিবারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শিপ্রা প্যারিসের মা আগ্নেশ ক্রুশ, আরও দুই বোন প্রণতি পিরিচ ও সিস্টার এডলিন পিরিচ, স্বামী হিল্লোল প্যারিশ ও কন্যা হিয়া প্যারিশ। অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের দপ্তর সম্পাদক স্বপন রোজারিও, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক থিওফিল রোজারিও, ঢাকা ক্রেডিটের মিডিয়া কমিটির সদস্য মোশি মন্ডল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল শিপ্রা প্যারিশের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বালন।

শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন সাংস্কৃতিক শাখার সেক্রেটারি রিচার্ড অধিকারী, নৃত্য পরিবেশন করেন ঢাকা ক্রেডিট কালচারাল একাডেমী ও শিপ্রা প্যারিসের প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া দীপ্ত নৃত্যকলা একাডেমীর নৃত্যশিল্পীরা। সমাপনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন তেজগাঁও ক্যয়ারের শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন রোজমেরী জয়ধর করবী ও ন্যান্সি গমেজ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিল ঢাকা ক্রেডিট। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের শুরুতে, চিকিৎসারত অবস্থায় শিপ্রা প্যারিস এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে পরপারে চলে যান॥


## মাউছাইদ খ্রীষ্টান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

(স্থাপিত: ২০১১ খ্রিস্টাব্দ রেজি: নং - ০১০৩১, তারিখ: ১৫.০৫.২০১১)

এজিএম/১০/২০২২ — তারিখ: ১০/০৯/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

### ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ - ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ও ১ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ - ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা সমিতির সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাউছাইদ খ্রীষ্টান মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১১টায় ক্যান্টারবারির সাধু আগষ্টিনের গির্জা মাঠ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সকাল ১০টা থেকে বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলবে। অতএব সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পাশ বহি অথবা হিসাব নম্বর এবং বিজ্ঞপ্তি/প্রতিবেদনের কপিসহ যথা সময়ে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী আয়োজনকে স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

### বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যসূচি

**উদ্বোধনী:**

ক) উপস্থিতি গণনা, কোরাম পূর্তি ও আসন গ্রহণ, মিনিটস্ সেক্রেটারি নিয়োগ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা;

খ) প্রয়াত সদস্য/সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন; গ) সভাপতির স্বাগত বক্তব্য;

**মূল কর্মসূচি:**

১. ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পেশ, অনুমোদন ও অনুসরণ;

২. ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

৩. ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ আর্থিক বছরের হিসাব বিবরণী পেশ, উদ্বৃত্তপত্র ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনাও অনুমোদন;

৪. পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

৫. ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং ঋণদান কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন

৬. পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;

**অন্যান্য কর্মসূচি:**

ক) বিবিধ; খ) লটারী ড্র (সাধারণ লটারী শুধুমাত্র উপস্থিত সদস্য/সদস্যাদের জন্য প্রযোজ্য) গ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

(বি:দ্র: সদস্য/সদস্যাদের জন্য দুপুর ১টায় জলযোগের ব্যবস্থা রয়েছে।)

ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাসহ-

Ahori

**(অর্ণব পিউরীফিকেশন)**

সাধারণ সম্পাদক, কার্যকরী পরিষদ

**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** সমবায় আইন ২০০১, ধারা ৩৭ মোতাবেক শেয়ার ও ঋণ খেলাপী বা অন্য কোন পাওনা বকেয়া রয়েছে এমন সদস্য-সদস্যাগণ তাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত সাধারণ সভায় তাহার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

**অনুলিপি:** জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা, মেট্রোপলিটান থানা সমবায় অফিসার, উত্তরা, ঢাকা, চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি, কাককো লিঃ সমিতি ও গীর্জার নোটিশ বোর্ড / সমিতির সকল সদস্য-সদস্যা

বিজ্ঞ/২৭০/২২

# দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা

## THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA

(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

## JOB OPPORTUNITY

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic, self-motivated and visionary Manager for its Admin & Human Resource Development Department.

**Position: Manager, Admin & HRD**

**Duty Station:** Head Office with frequent visit to Service Centers, Projects and Site Offices

**Key Job Responsibilities:**

- Supervise all day to day activities of Admin & HR operations.
- Develop, Update and implement HR Policy, Strategies and initiatives aligned with the overall organizational strategy.
- Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues.
- Manpower Forecasting, Planning and managing overall Human Resource Requirement.
- Manage the recruitment and selection process of whole organization and Projects.
- Support current and future growth of the organization through development, engagement, motivation and preservation of human capital.
- Nurture a positive working environment and promote cultural engagement.
- Oversee and manage a performance appraisal system that drives high performance.
- KPI Setting and Implementing.
- Maintain pay plan and benefits program.
- Assess training needs to implement and monitor training programs.
- Report to management and provide decision support through HR metrics.

### Educational Requirements

- MBA/BBA preferably in Human Resource Management from any reputed university.
- PGD in HRM is a must.

### Experience Requirements

- At least 10 years' HR Process and Practice experience in reputed organization
- Minimum 05 years' experience in supervisory role.
- Must have experience in managing minimum 200 employee-based organizations.
- The applicants should have experience in the following area(s):
  KPI setting & implementation, HR process automation, Compliance

### Additional Requirements

- Age maximum 45 years.
- Both Male and Female professionals are encouraged to apply.
- Excellent proficiency in MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, Bangla typing (Bijoy 52).
- Good interpersonal skills, excellent teamwork, coordination & proactive attitude, especially with management & employees.
- Should be independently motivated and schedule-driven with a proven history of successful coordination and meeting deadlines and have a flexible schedule.
- Smart and Hardworking.
- Flexible and mature approach with ability to work unsupervised.

**Salary:** Negotiable

**Time of Deployment:** Immediate

**Employment Status:** Full-time

**Compensation & Other Benefits:** As per organization policy

**Application Procedures:** Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by 30th **September, 2022.**

**The position applied for should be written on the top right corner of envelope.**

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd. - Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

বিপ্র/২৬৮/২২

# দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
## THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

*সূত্র নং: দি-সিসিসিইউএল/সিইও/এইচআরডি/২০২২-২০২৩/২৯৬* — *তারিখ: সেপ্টেম্বর ১৩, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ*

## শিক্ষানবীশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

*দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:*

| ক্রমিক নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা | লিঙ্গ | সম্মানী | কর্মঘন্টা | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | শিক্ষানবীশ, আই.সি.টি বিভাগ | ৮ | পুরুষ/ নারী | আলোচনা স্বাপেক্ষে। | সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট পর্যন্ত সপ্তাহে ৬ দিন। (শনিবার - বৃহস্পতিবার) | যে কোন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী। |

**শর্তাবলী:-**

০১। সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত ও আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ২ (দুই জন) গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে। (যিনি আপনাকে ভালোভাবে চেনেন)
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত **পদের নাম** স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। নিজ নিজ ধর্মপল্লী/মণ্ডলীর ফাদার/পাস্টরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে ।
০৬। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৮। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
০৯। আবেদনপত্র আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৫টার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
১০। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

**আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা**

বরাবর
লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।
রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

Hur
ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি-সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২৬৯/২২

সূত্র নং: দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২২-২০২৩/২৯৫ — তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর ডিসি নারী হোস্টেল নন্দা এর জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে নিয়োগের নিমিত্ত যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

| ক্রঃ নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা | বয়স | লিঙ্গ | বেতন | শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | রাধুঁনী (চুক্তিভিত্তিক), ডিসি নারী হোস্টেল, নন্দা | ০১ | অনুর্ধ্ব ৪০ বছর | মহিলা | আলোচনা সাপেক্ষ (আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হবে।) | - সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য।<br>- সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। |
| ০২ | সহকারী রাধুঁনী (চুক্তিভিত্তিক), ডিসি নারী হোস্টেল, নন্দা | ০১ | অনুর্ধ্ব ৪০ বছর | মহিলা | আলোচনা সাপেক্ষ (আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হবে।) | - সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণি পাশ হতে হবে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য।<br>- সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। |

**শর্তাবলী:-**

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৬। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
০৭। আবেদন পত্র আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
০৮। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

**আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা**

**চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার**
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

Hur
**ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া**
সেক্রেটারি, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২৬৮/২২

# প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব **'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।** গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

## আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

| | | | |
|---|---|---|---|
| শেষ কভার (চার রঙ) | ৫০,০০০ টাকা | ৫৫৫ ইউরো | ৭২০ ইউএস ডলার |
| প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ৪০,০০০ টাকা | ৪৪৫ ইউরো | ৫৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ২৫,০০০ টাকা | ২৮০ ইউরো | ৩৬০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ) | ১৫,০০০ টাকা | ১৭০ ইউরো | ২২০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ১২,০০০ টাকা | ১৩৫ ইউরো | ১৮০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ৭,০০০ টাকা | ৮০ ইউরো | ১০০ ইউএস ডলার |
| ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো) | ৪,০০০ টাকা | ৪৫ ইউরো | ৬০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | ২৯০ ইউএস ডলার |
| সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো) | ২০,০০০ টাকা | ২২৫ ইউরো | ২৯০ ইউএস ডলার |

Booked

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

**বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।**

**বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য**

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-34

❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ৩৪
Regd. No. DA-33
❖ 18 - 24 September, 2022, ৩ - ৯ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST


দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ

# দি এমসিসিএইচএসএল অডিটোরিয়াম ও ক্যান্টিন

## সভা, সেমিনার বা অনুষ্ঠান করুন নিশ্চিন্তে, আরামদায়কে, কম খরচে!

### সোসাইটির অডিটোরিয়ামে যেসকল অনুষ্ঠানাদি করা যাবে

- বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি, সংঘ-সমিতির সভা-সেমিনার ও মিটিং করা।
- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালা ও প্রদর্শণী অনুষ্ঠান।
- বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক গুণীজন সম্মাননা, বৃত্তি প্রদান, পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান, অরাজনৈতিক আলোচনা।
- সভা-সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান।
- বিশিষ্ট শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের স্মরণানুষ্ঠান।
- বিশিষ্ট লেখক, গবেষকবৃন্দের লিখিত গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান সাহিত্য সভা, সঙ্গীতানুষ্ঠান (ব্যাণ্ড ব্যতিত)।
- ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুষ্ঠান।

### অডিটোরিয়াম ব্যবহারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিম্নরূপ

- অডিটোরিয়ামে ১৫০ জনের আরামদায়ক আসন ব্যবস্থা।
- সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও কার্পেইন্টার সম্বলিত।
- নিজস্ব ক্যান্টিনের খাবার ব্যবস্থা ও ডেকোরেটর সমৃদ্ধ।
- লিফট সুবিধা।
- নিজস্ব জেনারেটর ব্যবস্থা।
- ১৫x৩.৫ ফুট মাপের ব্যানার টানানোর ব্যবস্থা।
- পোডিয়াম ১টি, স্টেইজ টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি।
- স্টেইজের মাপ: দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট, প্রস্থ ২১ ফুট।
- প্রজেক্টর ও এলইডি ২টি মনিটর স্ক্রিণ।
- মাইক্রোফোনসহ সাউণ্ড সিস্টেম।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

+৮৮ ০২.৫৫ ০২৭৬৯১-৯৪
+৮৮ ০২.৯৬ ০৯০ ০৬৬১১১

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১
মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

Web: www.mcchsl.org
info@mcchsl.org

বিজ্ঞ/২৬২/২২


Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org